৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ১৫ ভাদ্র – ২১ ভাদ্র, ১৪৩০ ঃ ২সেপ্টেম্বর – ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 46, 2 September - 8 September, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

**ফিরে দেখা ৫০**

*শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।*

তিনের পাতায়

**নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী**

৭ এর পাতায়

## দিনগুলি মোর...

**সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।**

**শনিবার :** আগামী লোকসভা ভোটের আগে লক্ষ্য পূরণ হবার

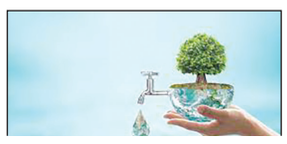

কথা ছিল কেন্দ্রের জল জীবন মিশন প্রকল্পে। কিন্তু সম্ভবত সম্ভব হবে না সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা পশ্চিমবঙ্গের জন্য। ঝাড়খন্ড এবং রাজস্থানও এর জন্য কিছুটা দায়ী।

**রবিবার :** চন্দ্রযান–৩ এর চাঁদে অবতরণের দিন ২৩ আগস্টকে

ভারতের জাতীয় মহাকাশ দিবস বলে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অবতরণ অংশের নাম রাখলেন শিবশক্তি, চন্দ্রযান–২ যে অংশে ব্যর্থ হয়েছিল সেখানকার নাম দিলেন তিরঙ্গা।

**সোমবার :** চিংড়িপোতা, মহেশতলা, এগরার পর এবার

দত্তপুকুর। মোচপোল এলাকায় পুলিশফাঁড়ির নাকের ডগায় ভয়াবহ বাজি বিস্ফোরণে প্রাণ গেল ৮ জনের। সকলকে অবাক করে দিয়েছে বাজি কারখানায় রাসায়নিকের গুদাম।

**মঙ্গলবার :** রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের বৃদ্ধির তথ্য ভয়ঙ্কর।

শুধু আগস্ট মাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১০হাজার ছাড়িয়েছে। একই চিত্র ছিল গতবারেও। গত ১বছরে ডেঙ্গি রোধের সব প্রচেষ্টা যে বিফলে গেছে প্রমাণ হয়ে গেল আর একবার।

**বুধবার :** পুজোর মুখে গ্রাহকদের স্বস্তি দিয়ে ১ সেপ্টেম্বর

থেকে ২০০ টাকা কমল রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। উজ্জ্বলা যোজনায় কমেছে ৪০০টাকা। ভোটের আগে কেন্দ্রের চমক বলে কটাক্ষ বিরোধীদের।

**বৃহস্পতিবার :** পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে ডায়মন্ড

হারবার পৌরসভাকে নোটিশ পাঠালো ইডি। ১৪সালের নিয়োগের সব নথি চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে অবৈধ ভাবে ১৬জনকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

**শুক্রবার :** উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবন–রাজ্য সরকার

সংঘাত চলছেই। তারই মধ্যে রাজভবন থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হল রাজ্যে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই সেখানে সেই ভূমিকা পালন করবেন রাজ্যপাল বা আচার্য স্বয়ং।

সবজান্তা খবরওয়ালা

## সব সমস্যা পিছনে ফেলে একটাই ছন্দ

# জোটের আমি জোটের তুমি...

**ওঙ্কার মিত্র**

কবির কথা বদলিয়ে বললে দাঁড়ায় জোটের আমি জোটের তুমি জোট দিয়ে যায় চেনা। সবে সেপ্টেম্বর, কিন্তু ইতিমধ্যে সারা

দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে লোকসভা নির্বাচনের আলোচনা। রাজনৈতিক দলগুলি এখনই এমন একটা আবহ তৈরি করতে চাইছে যেন নির্বাচনই আগামী জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শাসক দলের জোট এনডিএ ভোটের আগে নিজেদের একত্র করে শক্তি বাড়াতে মাঠে নেমে পড়েছে। আর ১০বছর ধরে কোনঠাসা বিরোধীরা গড়েছে 'ডটেড' ইন্ডিয়া জোট। এই জোটে প্রধান সমস্যা নেতৃত্বের অর্থাৎ আমিত্বের। কি আশ্চর্য, ডটেড ইন্ডিয়া জোটে একমাত্র জোড়া ইংরেজি অক্ষর 'আই' যার অর্থ আমি, অনেক আমি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত দুদিনের মুম্বাই বৈঠকে বিরোধী জোটের ১৪ জনের একটা সমন্বয় কমিটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই সেদিন লাঠালাঠি করা দলগুলো নাকি রাজ্যে রাজ্যে আসন সমঝোতা করতে চায়। রাজনীতিতে সবই সম্ভব! তবে বিরোধীদের চাল চলন, কথা বার্তা বলে দিচ্ছে তারা এখনও ড্রেসিং রুমে নিজেদের প্রস্তুতি সারতেই ব্যাস্ত। এখনও ব্যাটিং অর্ডারই গড়ে তুলতে পারেনি।

ডটেড ইন্ডিয়া হোক বা এনডিএ, সবাই এখন ইলেকশন স্টান্ট দিতে মরিয়া। এমনকি চন্দ্রযানের সফল অভিযান থেকে শুরু করে গ্যাসের মূল্য হ্রাস সবই নির্বাচনী চশমায় দেখতে হচ্ছে। ডটেড ইন্ডিয়া জোটের শরিক পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। সাংবাদিকদের জমি বন্টন থেকে ফের দুয়ারে সরকার নিয়ে হাজির ময়দানে। এর মধ্যে কয়েকদিনের লোকসভা অধিবেশনের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রের সরকার। জল্পনা বলছে এই অধিবেশনে আসতে পারে 'এক দেশ এক ভোট'–এর প্রস্তাব। চারিদিকে শুধু উন্নয়ন আর আর্থিক সাহায্যের হাতছানি। ভাবটা এমন দিয়ে থুয়ে নির্বাচনে জেতাটাই এখন ধ্যান জ্ঞান।

এরপর তিনের পাতায়

# গোপনে চলছে বাজি তৈরি

## বজবজে উদ্ধার প্রচুর বাজি, পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ

**কুনাল মালিক**

চলতি বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধ বাজি কারখানায় কিংবা লোকালয়ের মধ্যে বসত বাড়িতে মজুত করা বাজির বিস্ফোরণ হয়েই চলেছে। আর সেই ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সম্প্রতি দত্তপুকুরে বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা, বজবজেও বিস্ফোরণে অনেকের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর পুলিশি তৎপরতা বাড়ে আবার কিছুদিন পর সব ধামা চাপা পড়ে যায়। আবারও গোপনে স্থানীয় নেতা–পুলিশ যোগাসাজসে চলতে থাকে বাজি তৈরির কারখানা। সম্প্রতি দত্ত পুকুরের ঘটনার পর আবার পুলিশি তল্লাশি শুরু হয়েছে।

গত ৩০ আগস্ট বজবজ থানার আইসির নেতৃত্বে বজবজ–১ নম্বর ব্লকের পুটখালীতে বিভিন্ন বাড়িতে তল্লাশি হয়। একটি বসত বাড়ি থেকে প্রচুর শব্দ বাজি উদ্ধার হয়। আরও বাড়িতে তল্লাসির সময় মানুষ পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ জনগণকে বলেন, সরকার পরিবেশ বান্ধব বাজি তৈরির জন্য জমি দেখছে। অনুমতি নিয়ে আলোকবাজি তৈরি করুন। তারপর বিক্ষোভ ওঠে। কিন্তু প্রশ্ন তাহলে সর্বত্রই কি গোপনে বাজি তৈরি হচ্ছে? কবে বাজি ক্লাস্টার তৈরি হবে? নাকি আরো বিস্ফোরণ কাণ্ড অপেক্ষা করছে?

# শিল্পের আড়ালে বোমাশিল্প

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত নীলগঞ্জের মোচপোল–এ বেআইনি বাজি কারখানার বিস্ফোরণকে ঘিরে বর্তমান রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত। নিঃসন্দেহে দত্তপুকুরের এই বিস্ফোরণকে নিয়ে গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত এই কয় মাসের মধ্যে মোট আটটি বিস্ফোরণ হয়েছে এবং প্রায় তিরিশ জন মানুষ মারা গিয়েছে। এদিন দত্তপুকুরের বিস্ফোরণে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৯ জন মানুষের মৃত্যুর ও ১২ জনের অধিক মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি আশপাশের সমস্ত বাড়িগুলি একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই বিস্ফোরণের যে প্রচণ্ডতা বা তীব্রতা তা শুধুমাত্র বাজির মশলা থেকে হয়নি বলে স্থানীয় বাজি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। তবে নীলগঞ্জের মোচপোল ও তার পাশ্ববর্তী এমন একটা জনবহুল এলাকার মধ্যে বেআইনি বাজি কারখানা কিভাবে গড়ে উঠল, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহল সহ বিভিন্ন জনমানসে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত মে মাসে রাজ্যের সমস্ত বেআইনি বাজি কারখানাগুলিকে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে। কিন্তু তারপরেও কি করে একটার পর একটা বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হচ্ছে ও মানুষ মারা যাচ্ছে, প্রশ্ন উঠছে এটাই।

এরপর তিনের পাতায়

# গঙ্গাসাগর মেলার ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ৩১ আগস্ট কাকদ্বীপে ২০২৪ সালের গঙ্গাসাগর মেলার প্রথম প্রস্তুতি বৈঠক হল। সভাতে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল সহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের উর্দ্ধতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জেলাশাসক জানান ২০২৪ সালের গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বাড়বে। গত বছর মেলার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবারের মেলার ব্যবস্থা করা হবে। পি এইচ ই, পি ডব্লিউ ডি, সেচ দপ্তরের আধিকারিকরাও তাদের মতামত দিয়েছেন। নির্ধারিত কোনো বাজেট নেই। যেমন প্রয়োজন হবে তেমনই অর্থ বরাদ্দ করবে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত গত বছর মেলায় কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন সাগরতট ভাঙনের শিকার হয়েছিল। কোনো রকমে টেট্রাপট পদ্ধতির দ্বারা সে যাত্রায় রক্ষা হয়েছিল। এবারও ভাঙনের সমস্যা প্রশাসনকে ভাবাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ মেলার শেষে মুড়িগঙ্গায় কুয়াশার কারনে ভেসেল চলাচল থমকে গিয়েছিল। মুড়িগঙ্গার পলি গত বছর ভিলেন হয়নি।

এবারও প্রশাসনের কাছে তিনটি চ্যালেঞ্জ হল মুড়িগঙ্গার পলি, কুয়াশা আর সাগরতটের ভাঙন।

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, আসন্ন সাগর মেলাকে সফল করার জন্য প্রস্তুতি সভা হল। মুড়িগঙ্গার ড্রেজিংএর জন্য টেন্ডার হয়ে গেছে। ২৯ অক্টোবর ড্রেজিং শুরু হবে। ২৬ ডিসেম্বর শেষ হবে। চেমাগুড়িতেও ড্রেজিং হবে। কুয়াশাটাতো প্রকৃতির বিষয় আগে থেকে কিছু বলা যাবে না। আর সাগরতটের ভাঙনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। মেলার আগেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তীর্থযাত্রীরা যাতে সুরক্ষিত থাকেন তার জন্য সব ব্যবস্থাই করা হবে।

# চোরা শিকারীদের দৌরাত্মে অ্যাপ

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়**

সুন্দরবনকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো প্রশাসন। তৈরি করা হলো বিশেষ ধরনের প্রযুক্তি। সুন্দরবন মানে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। আর ম্যানগ্রোভ ঘেরা সুন্দরী সুন্দরবন।প্রায় সময় কিছু অসাধু মানুষ এই সুন্দরী সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ গাছ কেটে কখনো ভেড়ি বানাচ্ছে তো সুন্দরবনের বিভিন্ন গাছপালা কেটে অসাধু ব্যবসায়ীরা বিক্রি করে দিচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে স্থানীয়

প্রশাসন বারবার পদক্ষেপ নিয়ে এই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারও করে। বিভিন্ন সময় নানা রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনভাবে এই অসাধু চক্রকে বন্ধ করা যাচ্ছে না। তাই এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন দফতর ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাঁচানোর জন্য একটি অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে বিশেষ প্রযুক্তিতে।

এ প্রসঙ্গে ঐ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক সদস্য বলেন, যদি কোন অসাধু ব্যবসায়ী ম্যানগ্রোভ কাটে সেই ছবি তুলে এই অ্যাপস এর মাধ্যমে জানানো যাবে এবং ওই ব্যক্তির পরিচয় গোপন থাকবে। সাথে সাথে ওই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে বনদপ্তর। এই অ্যাপস এর মাধ্যমে ম্যানগ্রোভ বাঁচানো আমাদের মূল ও প্রধান লক্ষ্য। তার সাথে প্রতি বছর সুন্দরবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকা তছনছ হয়ে যায়, এবার থেকে এই অ্যাপসের মাধ্যমেও কোথাও বন্যা হলে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটলে এই অ্যাপস এর মাধ্যমে জানার সাথে সাথে আমরা সেখানে পৌঁছে যাব এবং মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে পারবো। সুন্দরবনের মানুষদের স্বার্থে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দক্ষিন ২৪ পরগনা বন দফতরের সহায়তায় এই কাজটি শুরু হয়েছে। সুন্দরবনকে বাঁচাতে এই ধরনের উদ্যোগে খুশি সুন্দরবনের মানুষ জন।

## আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নতুন সংযোজন

**প্রকাশিত হয়েছে**

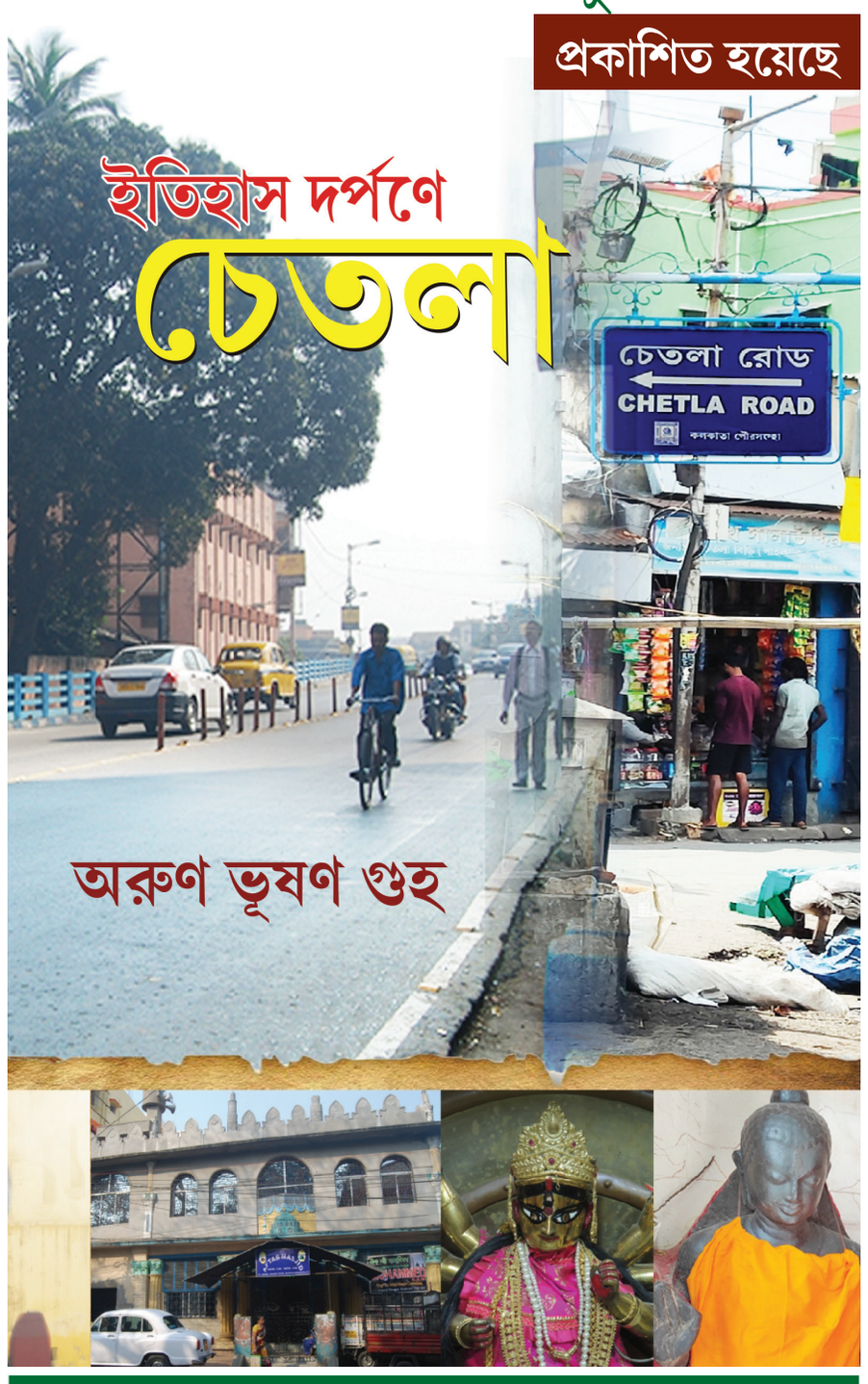


## আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গের সহায়তাকে সার্থক করে

# শ্রীলঙ্কা থেকে তিনটি সোনা নিয়ে ফিরল অ্যাথলেট বুল্টি

**মলয় সুর**

দারিদ্রতাকে পিছনে ফেলে দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক মিট থেকে অভূতপূর্ব সাফল্য ছিনিয়ে আনলেন তারকেশ্বরের মাস্টার্স অ্যাথলেট বুল্টি রায়। গত ১৬ আগস্ট শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশীপে ৪০০ ও ১০০ মিটার হার্ডলস এবং ৪০০ মিটার রেসে ৩টি সোনা জিতে বাংলার বুকে নজির সৃষ্টি করলেন বুল্টি। তারকেশ্বর পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের জয়কৃষ্ণ বাজার বটতলা এলাকার কঠিন পরিশ্রমী অ্যাথলেট ৩২বছরের বুল্টি গত রবিবার দেশে ফিরে এ প্রসঙ্গে বলেন, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার কর্ণধার প্রণব গুহ ও অন্যান্য সদস্যরা আমার পাশে না দাঁড়ালে আমি এত বড় সাফল্য অর্জন করতে পারতাম না। তাঁদের সহায়তা ও আশীর্বাদ আমাকে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার শক্তি জুগিয়েছে।

এরপর তিনের পাতায়

দোকানে ও স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 46, 2 September - 8 September, 2023

# উত্তরের আঙিনায়

## চলন্ত গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা, মৃত্যু হল পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের

**নিজস্ব সংবাদদাতা:** শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়াতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু একটি চিতাবাঘের। ঘটনার কারণে যানজট হয় জাতীয় সড়কে। মৃত বাঘটিকে উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হয় বনদপ্তরকে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গেছে, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কমলা চা বাগান সংলগ্ন কলকাতা–শিলিগুড়িগামী ৩১নং জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়দের অনুমান, চা বাগান থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির গাড়ির সামনে পড়ে মৃত্যু হয় ওই পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘটির। ঘটনার পর বনদপ্তরের কর্মীদের দেখতে না

পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্ঘটনার পর বাঘ দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিভিন্ন এলাকার মানুষ। রাস্তায় মৃত বাঘটি পড়েছিল বেশ কিছুক্ষণ, সে কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘোষপুকুর পুলিশ ফাঁড়ি ও ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। চিতাবাঘের মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় বনদপ্তরের হতে। বনদপ্তর সূত্রে খবর, মৃত বাঘটিকে ময়নাতদন্তের জন্য বেঙ্গল সাফারিতে পাঠানো হয়েছে।

## রাস্তা বেহাল, বিক্ষোভ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি:** রাস্তা বেহাল। ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে ১০টা গ্রামের বাসিন্দা সমেত পড়ুয়ারা। রাস্তার কাজ না হওয়ায় চলে পথ অবরোধ। অভিযাগ, ভাঙা রাস্তা, খানাখন্দে ভরা ওই পথে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। হুঁশ নেই প্রশাসনের। প্রশাসনকে অনেকবার জানিয়েও লাভ হয়নি। অবশেষে গত সোমবার ফাঁসিদেওয়ার হাঁসখোয়ার মোড়ে শিলিগুড়ি –কলকাতাগামী ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অন্তজোত, দানাগছ, নয়নজোত ভৌষসনারায়ণ মিলিয়ে অন্তত ১০টা গ্রামের বাসিন্দারা এছাড়া বিক্ষোভে সামিল হয় একাধিক স্কুল পড়ুয়া। অভিযোগ, গ্রামের ৪০০ মিটার রাস্তার হাল বেহাল, প্রশাসন বিষয়টি দেখছে না। এছাড়া কালভার্ট ভেঙে অন্তত ৫০ মিটার রাস্তা ধসে গভীর গর্ত হয়ে গিয়েছে। ওই

রাস্তা দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় পথচারীদের। ২ঘণ্টা পথ অবরোধের কারণে অচল হয়ে পড়ে যানবাহন চলাচল। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ ও ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার। তাঁরা পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দিলে এরপর বিক্ষোভ উঠে যায়। পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বিডিও ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্যরা। এই বিষয়ে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার বলেন, আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলাম, এই রাস্তাটা ছোটো হওয়ায় জলের স্রোতে অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। আমি জেলা শাসক ও মহকুমায় জানাবো। অপরদিকে বিক্ষোভকারীরা জানান,বিডিও আশ্বাসে আপাতত আন্দোলন উঠিয়ে নেওয়া হল। দ্রুত সমাধান না হলে আবারও আমরা পথ অবরোধ করব।

## অস্থায়ী কর্মী নিয়োগে দুর্নীতি, বিক্ষোভ প্রদর্শন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি:** উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে গত সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান মাটিগাড়া ১ নং অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ যে এজেন্সিগুলিকে নিয়োগের বিষয়ে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে তারাই বাইরে থেকে কর্মী নিয়োগ করাচ্ছে। উল্লেখ্য এখানকার অনেক বেকার যুবক যুবতী আছেন যারা কর্মহীন । নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে। তাদের দাবি, হল স্থানীয় বেকার যুবক যুবতীদের আগে সুযোগ দেওয়া হোক, স্বচ্ছভাবে নিয়োগ করা হোক।

### নাম/ পদবি পরিবর্তন

I Jamaluddin wife Afsari Khatoon Dauthter Tahseen Jamal. Daughter Birth certification recorded in MD. Jamaluddin and Afsari Khatun name wronghly writtin and recorded. Re-siding at 32, R.B.S Road, Karahikal, Champdani, Thana- Bhadreswar, Hooghly, Pin- 712222. Aadhaar Card and PAN card instead of rectified last 30.05.23 Hooghly Sadar (chinsurah) Court First Class judicial Magistrate affidavit that Jamaluddin and Afsari Khatoon is same one and identical person.

### বিজ্ঞপ্তি

**সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য**
আপনাদের অপেক্ষায়
**হিন্দ্ সংঘ**
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

### বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

### কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

## লাগাতার বৃষ্টিপাত, পাহাড়ে ধস, মৃত্যু ১

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** লাগাতার বৃষ্টিস্নাত দার্জিলিং, একনাগাড়ে বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে। বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড়ি এলাকায় ধস নেমেছে, ধস নামার কারণে দার্জিলিয়ের পাতা রং এলাকায় একটি বাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই বাড়ির ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর মিলেছে। আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে আরো কয়েকজন ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছে। ঘটনার কারণে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় সংলগ্ন এলাকায়। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ ও দমকল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধার কাজ। প্রসঙ্গত বেশ কিছুদিন ধরেই একনাগাড়ে বৃষ্টিপাত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলে। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত চলছে। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড়ের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শনিবার দিনও উত্তরবঙ্গের সমতল ও পাহাড়ের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর মিলেছে।

# কাজের খবর

## ১৫৯ সাব ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্ট কলকাতা পুলিশে

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** কলকাতা পুলিশে সার্জেন্ট, সাব ইন্সপেক্টর পদে ১৬৯ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা ১–১–২০২'র হিসাবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের ওবিসি, সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৬ বছর আর কলকাতা পুলিশের বিভাগীয় কর্মীরা ৪ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীরা কোনো পদেই আবেদনের যোগ্য নন। এছাড়াও বিভাগীয় প্রার্থীরা সংরক্ষিত ক্যাটেগির হিসাবে বয়সে অতিরিক্ত ছাড় পাবেন।

সাব–ইন্সপেক্টর পদের জন্য শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৭ সেমি, ওজন অন্তত ৫৬ কেজি আর বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৪ সেমি ও ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে।

লেডি–সাবইন্সপেক্টর পদের জন্য শরীরের মাপজোখ হতে হবে মেয়েদের বেলায় লম্বায় অন্তত 160 সেমি আর ওজন অন্তত ৪৯ কেজি।

সার্জেন্ট পদের জন্য ছেলেদের বেলায় অন্তত ১৭৩ সেমি, ওজন অন্তত ৬০ কেজি আর বুকের ছাতি না ফুলিয়ে 81 সেমি ও 5 সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। মহিলারা এই পদে যোগ্য নন। সাবইন্সপেক্টর পদের বেলায় ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৬২ সেমি, ওজন অন্তত ৫১ কেজি হতে হবে।

ওপরের সব পদের বেলায় দৃষ্টিশক্তি দরকার সরকারি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী। মূল মাইনে 32,100–82,900 টাকা। শূন্যপদ : সাব ইন্সপেক্টর (আন আর্মড শাখায়) ১৫৬টি (জেনা: ৬৮, তঃজঃ ৩৫, তঃউঃজঃ ৯, ওবিসি এ ক্যাটেগরি ১৬, ওবিসি বি ক্যাটেগরি ১১, ইডব্লুএস ১৭)। লেডি সাব ইন্সপেক্টর (আন–আর্মড শাখায়) ৯টি (জেনাঃ ৫, তঃজঃ ২, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১, ইডব্লুএস ১) সার্জেন্ট পদে ৪টি (জেনাঃ ২, তঃউঃজঃ ১, ইডব্লুএস ১)।

প্রার্থী বাছাই হবে ৪ টি ধাপে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা। তাতে সফল হলে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এরপর হবে ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা। সব শেষে হবে ৩০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) জেনারেল স্টডিজ ১০০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, (২) লজিক্যাল

অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (৩) অ্যারিথমেটিক ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। প্রশ্ন হবে বাংলা ও ইংরিজিতে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

সফল হলে শারীরিক মাপজোক ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষায় উচ্চতা, ওজন ও বুকের ছাতি দেখা হবে। এরপর হবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ছেলেদের বেলায় থাকবে ৩ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড় আর মেয়েদের বেলায় ২ মিনিটে ৪০০ মিটার দৌড় আর ট্রান্সজেন্ডারদের বেলায় ১ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড়। এরপর ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা।

এই পরীক্ষায় থাকবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন। ২০০ নম্বরে এই ৩টি পেপার থাকবে : (১) জেনারেল স্টাডিজ ও অ্যারিথমেটিক ১০০ নম্বর (জেনারেল স্টাডিজ ৫০ নম্বর, লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং ২৫ নম্বর, অ্যারিথমেটিক ২৫ নম্বর)। সময় ২ ঘন্টা। (২) ইংরিজি ৫০ নম্বর। সবয় ১ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে রিপোর্ট লেখা, বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ, সামারি / প্রেসি লেখা, শব্দের সঠিক ব্যবহার, বাক্য সংশোধন, কমন ফ্রেজ, সমার্থক শব্দ ও বিপরীত শব্দ । (৩) বাংলা ৫০ নম্বর। সময় ১ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে রিপোর্ট লেখা, ইংরিজি থেকে বাংলায় অনুবাদ। জেনারেল স্টাডিজ ও অ্যারিথমেটিক পেপারের প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি ও নেপালী ভাষায়।

সফল হলে ৩০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। তারপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন। পার্সোন্যালিটি টেস্টে ন্যূনতম ৮ নম্বর পেতে হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইন বা অফলাইনে, ২৯ আগস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে : www.wbpolice.gov.in. www.kolkatapolice.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো (১০–৫০ কেবি'র মধ্যে) ও সিগনেচার (৫–২০ কেবি'র মধ্যে) স্ক্যান করে নেবেন। ফটোর মাপ হতে হবে ৪.৫ × ৩.৫ সেমি আর সিগনেচার ১.৭×৯.২ সেমি'র মধ্যে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ২৭০ (তপশিলী হলে ২০) টাকা নেট ব্যাঙ্কিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জমা দেবেন। এজন্য সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৫ টাকা দিতে হবে। এরপর স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর–সহ রিসিপ্ট তৈরি হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তাতে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকবে তা যত্ন করে রেখে দিতে হবে।

এছাড়াও সহজ মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে পারবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোথায় কোথায় সহজ মিত্র কেন্দ্র আছে তা ওয়েবসাইটে জানতে পারবেন। এজন্য সহজ মিত্র কেন্দ্রের কর্মীকে অতিরিক্ত ২৩ টাকা দিতে হবে। সহজ মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে দরখাস্ত পূরণ করতে কোনো অসুবিধা হলে সরাসরি ফোন করুন এই নম্বরে (০৩৩)২৩৩৭১৪০২, হেল্প লাইন ১৮০০৪১৯০২৫।

ফর্ম পূরণ করতে কোনো অসুবিধা হলে ফোন করুন এই নম্বরে ৭০৪৪১০৯৩৪৬।

ই–মেল : wbprbonline@applythrunet.co.in

# শরীর নিয়ে নানা কথা

## কনজাংটিভাইটিস বা পিঙ্ক আই

**ডা: মানস কুমার সিনহা**

সাধারণভাবে জয় বাংলা বা চোখ উঠেছে বলে যা পরিচিত তাকেই ডাক্তারি পরিভাষায় কনজাংটিভাইটিস বলা হয়। ছোঁয়াচে হবার কারণে এই রোগের প্রাদুর্ভাবে একসঙ্গে অনেক মানুষের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। আসুন এই রোগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জেনে নেওয়া যাক।

### কনজাংটিভাইটিস কাকে বলে

কনজাংটিভা হচ্ছে একটি স্বচ্ছ এবং পাতলা আবরণ যা আমাদের চোখের সাদা অংশ ও চোখের পাতার ভেতরের অংশকে ঢেকে রাখে।

কনজাংটিভাইটিস এই পাতলা স্বচ্ছ আবরণের সংক্রমণকে বলা হয়। কনজাংটিভার সংক্রমণের কারণে চোখের রক্তনালী গুলি ফুলে যায় এবং স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। এর ফলে চোখ লাল অথবা গোলাপী বর্ণ ধারণ করে। এই কারণে এই কনজাংটিভাইটিসকে ইংরেজিতে 'পিংক আই'ও বলা হয়ে থাকে।

### কনজাংটিভাইটিসের কারণ

বিভিন্ন কারণে কনজাংটিভাইটিস হয়ে থাকে তার মধ্যে প্রথম কারণ সংক্রমণ। সংক্রমণ আবার ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসজনিত কারণে হয়ে থাকতে পারে। এছাড়া

অ্যালার্জিক কারণেও কনজাংটিভাইটিস হয়ে থাকে। ফুলের রেণুতে অ্যালার্জির কারণে অনেক সময় কনজাংটিভাইটিস হয়ে থাকে। যারা কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করেন তাদের ক্ষেত্রেও অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস খুবই কমন। এছাড়া কোন ফরেন বডি বা রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবেও কনজাংটিভাইটিস হয়ে থাকতে পারে যেমন সুইমিং পুলের ক্লোরিন জল।

### কনজাংটিভাইটিসের সাধারণ লক্ষণ

* এক বা দুটি চোখ লাল হয়ে যাওয়া।
* এক বা দুটি চোখ চুলকানো এবং খচখচ করা।
* এক বা দুই চোখে ঘন পিচুটি বা ডিসচার্জ হওয়া যার ফলে চোখ বন্ধ হয়ে যায় এবং চোখ খুলতে অসুবিধা হয়, বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়।
* চোখ থেকে জল পড়া।

### কনজাংটিভাইটিসের প্রতিরোধ

মনে রাখা দরকার ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস খুবই ছোঁয়াচে। সহজেই স্পর্শের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রমিত ব্যক্তি চোখ স্পর্শ করে অন্যের হাত স্পর্শ করলে এবং সেই ব্যক্তি নিজের হাত চোখে দিলে তার থেকে রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই বিস্তার রোধ করতে হলে আক্রান্ত রোগীকে এই নিম্নলিখিত সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

* চোখে হাত দেওয়া এড়িয়ে চলুন।
* ঘন ঘন হাত ধুয়ে ফেলুন।
* নিজের ব্যবহৃত রুমাল বা তোয়ালে আলাদা করে রাখুন, অন্যের সঙ্গে শেয়ার করবেন না।
* কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা কিছুদিন বন্ধ রাখুন।

### কনজাংটিভাইটিসের চিকিৎসা

এটি এমন একটি রোগ যা নিজে নিজেই ডায়াগনোসিস করা সম্ভব। তবে নিজে চিকিৎসা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কারণ বিভিন্ন রকম কনজাংটিভাইটিসের চিকিৎসা আলাদা আলাদা। ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণে যেমন অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপের প্রয়োজন অন্যদিকে ভাইরাল কনজাংটিভাইটিসের কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই এবং সাধারণত ৭ দিনের মধ্যেই সেরে যায়। সাধারণ চোখের জলের ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যান্টিভাইরাল ড্রপেরও প্রয়োজন হয়। তাই অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শমতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। সবচেয়ে জরুরি এই রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা নেওয়া।

# সাপ্তাহিক রাশিফল

## প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

### ২সেপ্টেম্বর – ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

**মেষ রাশি :** কর্মক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা। পারিবারিক, সমস্যার সমাধানের দিশা পেতে পারেন। শেয়ার মার্কেটে বা লটারিতে অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুণ কর্ম করার আগ্রহ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ গনেশায় নম' পাঠ করুন।

**বৃষ রাশি :** অর্জিত অর্থ সঞ্চয় লাভ হতে পারে। অর্থের অতিরিক্ত অপব্যয় থাকা বিরত থাকার চেষ্টা করার প্রয়োজন। সরকারি বা প্রশাসনিক স্তরে কর্মোন্নতির সুযোগ হতে পারে। ঝামেলা বা বিবাদে হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও তা থেকে অব্যহতির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** মঙ্গলবার দিন দেবী দুর্গার পুজো করুন।

**মিথুন রাশি :** দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ রাখা দুষ্কর হতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। কর্মক্ষেত্রে অহেতুক ঝঞ্ঝাট। মাতৃকুল থেকে উপহার বা সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে সুফল লাভের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য।

**প্রতিকার :** প্রতিনি ২১ বার 'ও শ্রেয় নম' জপ করুন।

**কর্কট রাশি :** গুরুজনদের থেকে কোনো উপহার বা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়। উঁচু স্থান থেকে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের জেদি মনোভাবে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। বিবাহের কথাবার্তা হয়ে ভেঙে যেতে পারে।

**প্রতিকার :** শনিবার বৃদ্ধদের দই ভাত খাওয়ান।

**সিংহ রাশি :** ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি শারীরিক পীড়ার দরুণ কর্মক্ষেত্রে আলস্য বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেতে পারেন। ঝামেলা বা বিবাদে হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের সদস্যের থেকে সাহায্য পেতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অবহেলা চিন্তার কারণ হতে পারে।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ৬৯ বার 'ওঁ ভাস্করায় নমঃ' পাঠ করুন।

**কন্যা রাশি :** সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অযাচিত শরণে কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। শারীরিক পীড়া শয্যাগত হতে পারেন। অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় চিন্তার কারণ হতে পারে। ইলেট্রনিক্স জাতীয় দ্রব্য খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বদলি। ব্যবসায় মন্দা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** প্রত্যহ ৪১ বার 'ওঁ নমো নারায়ণ' জপ করুন।

**তুলা রাশি :** ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। কর্মোন্নতিতে সাফল্যে বাধা। অর্থহানি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যের উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে পারেন।

**প্রতিকার :** 'ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায় নম' পাঠ করুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কে জটিলতা বৃদ্ধি। অর্থের অপব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আটকে থাকা অর্থ ফেরৎ পেতে পারেন। শারীরিক সমস্যা।

**প্রতিকার :** 'ও কেতবে নমঃ' ৪১ বার জপ করুন।

**ধনু রাশি :** স্বজনের শারীরিক অসুস্থতার দরজা হয়রানি বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। অযাচিত কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারেন। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। চাকরিতে প্রতিকূলতা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

**মকর রাশি :** স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যা সৃষ্টি হলেও তা থেকে অব্যহতির পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে উপহার বা সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সাংসারিক অনটনের সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের শারীরিক পীড়ার দরুণ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সবধানে চলাফেরা করুন।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন দিব্যাঙ্গদের সেদ্ধ চাল দান করুন।

**কুম্ভ রাশি :** কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করার প্রয়োজন নতুবা বিপত্তি হতে পারে। শারীরিক পীড়া আরোগ্য লাভে বিলম্ব। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** শনিবার গরিবদের দই ভাত দিন।

**মীন রাশি :** আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সমতা রাখা মুশকিল হতে পারে। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বেফাঁস মন্তব্যের জেরে অপমানিত হতে পারেন। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। সাংসারিক অনটন বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণদের ভোজন করান।

### শব্দবার্তা ২৬২

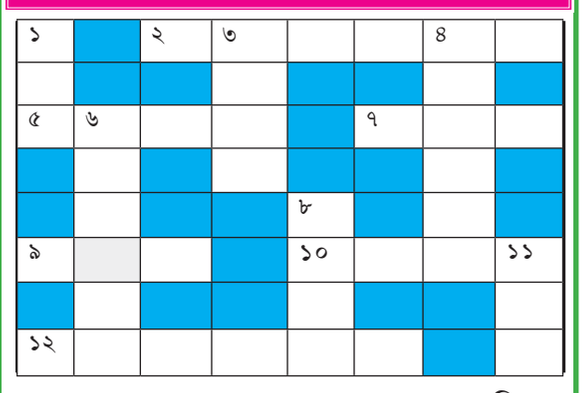

শুভজ্যোতি রায়

**পাশাপাশি**

২। কার্ল মার্কস প্রবর্তিত সাম্যবাদ ৫। মৃতদার ৭। আদি বা উৎস নেই এমন, অনাদি ৯। খাদ্যদ্রব্য ১০। ভীষণ বিপদ ১২। পরস্পর কথোপকথন।

**উপর–নীচ**

১। গর্বিত ৩। মধুর অথচ তীব্র বা ঝাঁঝালো ৪। পরামর্শ, অনুমান ৬। ওয়েস্ট বেঙ্গল ৮। রাসায়নিক গবেষণাগার ১১। পাখি বিশেষ।

**সমাধান : ২৬১**

**পাশাপাশি :** ১। মণিহার, ৪। হাতুড়ে ৫। চমৎকার ৭। দখল ৯। সবাই ১০। বিচারপতি ১১। রড ১২। সরখত।

**উপর–নীচ :** ১। মত ২। হারমনি ৩। ঠাকুর ৪। হাতখরচা ৬। কারবাইড ৮। উপকার ৯। বিনাশ ১১। রত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

# বারুইপুর পশ্চিম তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজয় মিছিল




**জাহেদ মিস্ত্রী, বারুইপুর :** বারুইপুর পদ্মপুকুর থেকে বারুইপুর রাসমাঠ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান ব্যানার্জি। কয়েক হাজার তৃণমূলের কর্মী সমর্থক এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলে পা মেলান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারাইপুর পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান গৌতম কুমার দাস সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান।

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি বলেন বারুইপুরের মানুষকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যই এই বিজয় মিছিল। বারুইপুর পশ্চিমের দশটি পঞ্চায়েতের মধ্যে দশটিতেই বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীরা এখান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে সামনে রেখে এবারের পঞ্চায়েতে লড়া। মানুষ সেটা সমর্থন করেছে। তাই মানুষকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যই এই মহা মিছিল।

# ট্রেকার স্ট্যান্ড থেকে নোদাখালী নতুন রাস্তার বেহাল অবস্থা



**কুনাল মালিক :** দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ বাওয়ালী ট্রেকার স্ট্যান্ড থেকে নোদাখালী নতুন রাস্তা পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলো মিটার রাস্তার বেহাল অবস্থায় জেরবার হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সেই গর্তে বৃষ্টির জল জমে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। সেই সঙ্গে জলের পাইপ বসানোর কাজ চলছে। যার ফলে পিচের রাস্তায় মাটি পড়ে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাওয়ালী কালী মন্দিরের কাছে রাস্তায় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। কিছুটা পরেই রাস্তার একাংশ ধ্বসে গেছে পুকুরে। ওইখানেও যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ভাঙাচোরা রাস্তায় নার্শারির বড় বড় ট্রাক ঢুকে রাস্তার পরিস্থিতি আরও খারাপ করছে। এই পথে প্রচুর টোটো ও অটো চলাচল করে। প্রচুর ছাত্র–ছাত্রীও যাতায়াত করে। এই রাস্তার দ্রুত সংস্কার না হলে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই রোডে বুড়ুল থেকে ভায়া বাওয়ালী হয়ে ধর্মতলা পর্যন্ত একটি সরকারি বাস চলতো, সেটাও বর্তমানে বন্ধ। এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী বলেন, জলের পাইপ লাইনের কাজ হওয়ার কারণে রাস্তা সংস্কার সম্ভব হয়নি। বর্তমানে আবহাওয়াও খারাপ, তবে খুব শীঘ্রই রাস্তার সংস্কার হবে। রাস্তা সংস্কার হলেই বাস চলাচল করবে। এই প্রসঙ্গে বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, রাস্তা সংস্কারের কাজ শীঘ্রই হবে। তবে তার আগে কিছু প্যাচ ওয়ার্ক করে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব।



১০০ বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ নৈহাটির বড়োমার নতুন মন্দির তৈরির ভূমিপুজো চলছে। ছবি: অরুণ লোধ

# প্রলোভন দেখিয়ে সোনার মূর্তি বিক্রি ফিল্মি কায়দায় মূল পান্ডা গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি :** সোশাল মিডিয়ায় প্রলোভন দেখিয়ে সোনার ঠাকুরের মূর্তি বিক্রি করার প্রতারণা চক্রের হদিস। কুলতুলিতে নাটকীয় কায়দায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এই চক্রের মূল পান্ডা। সাগরেদরা পালিয়ে গেলেও তাদের সন্ধানে চিরুনি তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।



সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দারা অধিকাংশই মৎসজীবি। মাছ ধরার কারণে তাঁদের মাঝেমধ্যেই বাঘের হামলার মুখে পড়তে হয়। সেই হামলা থেকে বাঁচতে তাঁরা ঠাকুরকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করেন। তাঁদের সেই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি করে তাঁদের সোনার ঠাকুর বিক্রি করার প্রলোভন দেখানো হত। তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য ঠাকুরের হাত তাঁদেরকে দেওয়া হত। যা সোনার। সেই হাত তাঁরা কোনো সোনার দোকানে গিয়ে দেখিয়ে পরীক্ষা করালে তাঁদের আরও বিশ্বাস জন্মাতো। সেই সুযোগ নিয়েই মোটা টাকায় সোনার ঠাকুর বিক্রির প্রলোভন দেওয়া হত। বিশ্বাস জন্মে যাওয়ায় নিজের সর্বস্ব দিয়ে অনেকেই এই ঠাকুর কিনতে রাজি হতেন। তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় যখন তাঁরা প্রতিমা নেওয়ার জন্য হাজির হতেন তখন তাদের সর্বস্ব লুঠ করে পালিয়ে যেত দুষ্কৃতীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর ২০২১ সালের আগে এই ধরনের প্রতারণা চক্রের বাড়বাড়ন্ত দেখা দিয়েছিল এই এলাকায়। তখন পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই চক্রে জড়িত থাকায় মোট ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। তারপর এই প্রতারণা চক্র কিছুদিন বন্ধ থাকলেও সম্প্রতি ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অনেকেই প্রতারিত হচ্ছেন। এই বিষয়ে কুলতুলি থানায় একাধিক অভিযোগও দায়ের হয়েছে। এই প্রতারণা চক্রকে ধরতে কুলতুলি থানার আইসি অর্ধেন্দু শেখর দে সরকারের নেতৃত্বে একটি ফাঁদ তৈরি করা হয়। কাস্টমার সেজে ঠাকুর কেনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী বুধবার দুপুরে জামতলা মোড়ে দেখা করার সময় স্থির হয়। আগে থেকেই সিভিল পোশাকে মোতায়েন ছিল পুলিশ। হঠাৎ করেই জায়গা পরিবর্তন করা হয়। জালাবেড়িয়া মোড়ে দেখা করার কথা বলা হয়। গ্রাহক জালাবেড়িয়া বাজারে পৌঁছালেই পুলিশও পৌঁছে যায়। বিষয়টি বুঝতে পেরে পালানোর ছক করে দুষ্কৃতিরা। বাইকে ধাওয়া করে কুলতুলি থানার পিসি ইনচার্জ এক অভিযুক্তকে ধরে ফেলে। তার নাম তালিমুল। ধৃত এই চক্রের মুল পান্ডা বলে জানা গিয়েছে। তার কাছ থেকে একটি ওয়ান সাটার, তাজা কার্তুজ, একটি বাইক ও দুটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ।

বারুইপুর পুলিশ জেলার এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস জানান, এই ঘটনায় একটি বড় চক্র রয়েছে। তাঁরা ঘটনার তদন্ত করছেন। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। এলাকায় এই প্রতারণা চক্র ফের সক্রিয় হওয়ায় পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান কুলতলির বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডল।

# মৎস্যজীবিদের জালে আটকে কুমির

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মৎস্যজীবিদের জালে ধরা পড়লো এক বিশালাকৃতির কুমির। সেই কুমির দেখতে ভীড় জমালেন হাজার হাজার গ্রামবাসী। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের ভাঙনখালি সংলগ্ন সুন্দরবনের মাতলা নদীতে। ঘটনার খবর জানতে পেরে কুমিরটিকে উদ্ধার করে সুন্দরবনের নদীতে ছেড়ে দিয়েছে বনদফতর। স্থানীয় ও বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে,অন্যান্য দিনের মতো রবিবার রাতে ভাঙনখালি এলাকায় মাতলা নদীতে জাল পেতেছিলেন মৎস্যজীবীরা। সোমবার সকালে জাল তুলতেই তাদের চক্ষু চড়কগাছ। জালে জড়িয়ে বিশালাকৃতির কুমির। কি করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। তারা স্থানীয় শিমূলতলা পুলিশ ক্যাম্পে কুমির ধরা পড়ার খবরটি জানায়। ঘটনাস্থলে হাজির হয় শিমূলতলা ক্যাম্পের পুলিশ। তাঁরা ঝড়খালি বনদফতরের অফিসে খবরটি জানালে,বনদফতরের লোকজন তড়িঘড়ি ভাঙনখালিতে হাজির হয়। কুমিরটিকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে ঝড়খালি নিয়ে যায়। বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে,মৎস্যজীবিদের জালে একটি ৪ ফুট লম্বা মেয়ে কুমির ধরা পড়েছিল। সেটি উদ্ধার করে তার শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। সুস্থ থাকায় কুমিরটি কে সুন্দরবনের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

# ডোমজুড় যানজটে নাজেহাল

**সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া** ডোমজুড়ের নাম শোনেননি এমন লোক খুব কমই আছেন। কারণ এই অঞ্চল সোনার কাজের ও সোনার শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে ছোট বড় নানা ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান। রুজি রোজগারের টানে এখানে প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন। এখানে যারা গিয়েছেন তারা অন্নপূর্ণা মিষ্টির দোকানের নাম নিশ্চিত শুনেছেন। এই মিষ্টির দোকানের সামনে রাস্তার চৌ'মাথা থেকে ডোমজুড় বাজারের তিন'মাথা রাস্তা পর্যন্ত নিত্য যানজটে নাজেহাল যাত্রী থেকে আমজনতা। ট্রাফিক ব্যবস্থা থাকলেও নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে তাদের। এই রোডটি হাওড়া ডোমজুড় রোড নামে পরিচিত। এই রোড দিয়ে বাস, লরি,অটো, টোটো,ট্রেকার চলাচল করে। চৌ'মাথার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে ডোমজুড় ৬৩ নম্বর বাস স্ট্যান্ড ও তার পাশেই ডোমজুড় থানা। তার উল্টো দিকে রয়েছে ডোমজুড় নেহেরু উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় । আবার কিছুটা দূরে রয়েছে ডোমজুড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র । এখান দিয়ে ডোমজুড় ছাড়াও হাওড়া ও কলকাতাগামী বাস যাতায়াত করে। এই জায়গায় একবার যানজটের সৃষ্টি হলে পড়ে যায় লম্বা লাইন। তখন ট্রাফিক পুলিশদের নাজেহাল অবস্থা হয়। নিত্য যাত্রীদের ও এলাকাবাসীদের মতে এই জায়গা প্রয়োজনের তুলনায় কম চওড়া ও মিস্টির দোকানের কাছাকাছি যে পুল রয়েছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় খুব ছোট। আবার পুলের পরেই রয়েছে ডোমজুড় বাজারের তিন'মাথা রাস্তা। এযেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া। তাই নিত্যযাত্রী থেকে আমজনতার দাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে যদি যান চলাচলের প্রয়োজনীয় চওড়া রাস্তা ও পুরানো পুল নতুন করে নির্মাণ করা হয়, তাহলে এই যানজটের হাত থেকে তারা রক্ষা পাওয়া সম্ভব। নাহলে এই নিত্য যানজট লেগেই থাকবে। এখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেই দিকেই সকলে তাকিয়ে।



# স্কুল পড়ুয়াদের মারধরে ধুন্ধুমার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মঙ্গলবার মুরারই ১নং ব্লকের ভাদীশ্বর সিবিরায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক শিক্ষকের বেধড়ক মারে গুরুতর আহত হয় বেশকিছু পড়ুয়া । ক্লাসে কিছু পড়ুয়া চিৎকার করছিল। তখন বিদ্যালয় শিক্ষক চিত্তরঞ্জন মন্ডল ক্লাসে এসে চল্লিশজন ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করেন। এমন ঘটনার খবর পেয়ে অভিভাবকরা স্কুলে ছুটে গিয়ে চড়াও হয়। রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে বিদ্যালয় চত্বর। মারমুখী হয়ে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় জনতা। চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামের সাধারণ মানুষজন। শিক্ষক মদ খেয়ে স্কুলে আসে অভিযোগ অভিভাবকদের। শিক্ষককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

# গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এক গৃহবধুকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রবিবার রাতে ঘটনা ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ধারিয়ার খাস কুমড়োখালি গ্রামে। মৃত বধুর নাম জয়শ্রী বিশ্বাস রাউত (২০)। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। মৃত বধুর মা সুমিত্রা বিশ্বাসের দাবি, মেয়ের ওপর প্রতিনিয়ত অত্যাচার করত স্বামী সৌমেন ও শাশুড়ি লতিকা। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত বধুর বাপের বাড়ির লোকজন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# ফিরে দেখা ৫০

*আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক*

## জেলাস্কুলবোর্ডে তুঘলোকী রাজত্ব চলছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

২৪ পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম এক্তিয়ার বহির্ভূত ব্যক্তিদের দ্বারা করানো হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ বোর্ড কর্মীদের দ্বারা কাজকর্ম না করিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় সাবইনস্পেক্টরদের দ্বারা কাজ চালাচ্ছেন। জেলা স্কুলবোর্ড কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবব্রত গুহঠাকুরতার এক প্রশ্নের উত্তরে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে সাবইনস্পেক্টারদের বাদ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এর সঙ্গে আমার নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। প্যানেল ও শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বোর্ড কর্মচারীদের কিছু করবার নেই। ইহা সম্পূর্ণ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের এক্তিয়ারভুক্ত। বোর্ড কর্মচারীরা কেবলমাত্র বিদ্যালয় পরিদর্শকের আজ্ঞাবহ ছাড়া আর কিছুই নয়'' পরিদর্শক মহাশয়ের ঐ অশোভন মন্তব্যে বোর্ড কর্মচারীরা অতিশয় বিক্ষুব্ধ হন এবং গত ১৩ই আগষ্ট বেলা ৩টার সময় তাঁরা জেলা স্কুল বোর্ড প্রাঙ্গণে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আরও জানা গেল, সার্কেল তৈরি না করেই ১৪ জন সাবইনেস্পেক্টরকে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁরা কোন কাজ না করেই নিয়মিত মাহিনা পাচ্ছেন। সম্প্রতি এঁদের মধ্য থেকে সাত জনকে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। যদিও ইহা সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূত। খবর নিয়ে জানলাম শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বোর্ডের সহকারী পরিদর্শক, হেডক্লার্ক এবং অন্যান্য কর্মচারীরা কিছুই জানেন না। এই তুঘলকী রাজত্বের অবিলম্বে অবসানের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

*৭ম বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৮০, শনিবার।*

# সাধুর ফাঁসির সাজা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মল্লারপুর থানার ফতেপুর গ্রামে মা মেয়েকে নৃশংস খুনের ঘটনায় ২৯ আগস্ট মঙ্গলবার এক সাধুবাবাকে ফাঁসির সাজা ঘোষণা করলো রামপুরহাট মহকুমা আদালত । মেয়ের হাতের পোড়া দাগ সারিয়ে দেওয়ার জন্য গোপাল আশ্রমের হরিচরন দাস ওরফে সুনীল দাস ওরফে হরিবাবা এক লক্ষ টাকা নেয়। কিন্তু কাজ না হওয়ায় টাকা ফেরত চাইতে বাড়িতে গেলে ২০২০ সালের ১৭ মে হরিবাবা মাকে প্রথমে ধর্ষন করে খুন করে । সেটা মেয়ে দেখে নেওয়ায় মেয়েকেও খুন করে হরিবাবা। ২৯ জুলাই তারাপীঠ থেকে হরিবাবাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ । জোড়া খুন, প্রমাণ লোপাট প্রভৃতি অভিযোগে হরিবাবার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন মহামান্য বিচারক বলে জানান রামপুরহাট মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী উৎপল মুখার্জী ।

# দালালের হাতে আক্রান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থার অবনতি হলে এক রোগীকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । তখন রোগীর ছেলে নজরুল ইসলাম কেনা ওষুধ হাসপাতাল সংলগ্ন মেডিসিন দোকানে ফেরত দিতে গেলে ফেরত নেওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে তোতন বাগদীর নেতৃত্বে ১৫/২০ জন লোহার রড, বাঁশ দিয়ে নজরুল ইসলামের মাথা ফাটিয়ে দেয় । নজরুল সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । নজরুলের মামাতো ভাই সাহিদুল ইসলাম বলেন, পিসেমশাইকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেওয়ায় ভাই ওষুধ ফেরত দিতে গিয়েছিল। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি । হাসপাতাল দালালে ভরে গিয়েছে । ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ ।

# রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে সংস্কৃতি দিবস উদ্‌যাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় গত ৩০ আগস্ট রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে সংস্কৃতি দিবস উদযাপন হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালিত হয়। সমবেত সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠান এগিয়ে চলে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্লকের যুব কল্যাণ আধিকারিক সন্দীপন ভট্টাচার্য। এছাড়াও অতিথি হিসাবে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, সহ সভাপতি রুনা দাস সাঁতরা, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, জয়েন্ট বিডিও জয়সূর্য চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিন পথ চলতি মানুষদেরও মিষ্টি মুখ করিয়ে রাখী পরানো হয়।

# গোবরডাঙ্গা নাট্য সংস্থার রাখিবন্ধন উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৩০ আগস্ট বুধবার বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে শেষ হলো রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ২৪তম রাখিবন্ধন উৎসব। গোবরডাঙ্গা ১ নম্বর রেলগেটের কাছে মনসা তলা মোড়ে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পরার মতো। উৎসবে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নীরেশ ভৌমিক, পাঁচু গোপাল হাজরা, পলাশ মণ্ডল, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, মনিকনিকা হালদার, প্রভাস বিশ্বাস, দেবব্রত মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে আলোবর্তিকা ভট্টাচার্য্য, অঞ্জলী মৃধা, শ্রেয়সী ঘোষ, মন্দিরা মুখার্জি, ঈশিতা বিশ্বাস, অঙ্কিতা চৌধুরী, তৃষা গোস্বামী, সমগ্র নৃত্য পরচালনা করেন ঋতুপর্ণা মুখার্জি। রাখি বন্ধন অনুষ্ঠান ও তার বিশেষত্ব পর্যালোচনা করেন নীরেশ ভৌমিক, পাঁচু গোপাল হাজরা, পলাশ মণ্ডল, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, প্রভাস বিশ্বাস, দেবব্রত মজুমদার প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সাধনা মজুমদার, মনিকর্নিকা হালদার। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সেন। সংস্থার শতাধিক শিশু কিশোর পথ চলতি সর্বস্তরের তিন হাজার মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য।

# আমি জোটের তুমি...

প্রথম পাতার পর

কে কার সঙ্গে জোট করবে, কে কাকে কটা আসন ছাড়বে, তাতে কার লাভ হবে, নির্বাচন এগিয়ে এলে বা এক সাথে হলে কার কেমন প্রস্তুতি এগুলোকেই একমাত্র আলোচনার বিষয় বস্তু করে তুলছে রাজনৈতিক দলগুলি।

কেন? কারণ এই আলোচনায় পিছনে পড়ে যাবে দুর্নীতির ইস্যু। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব তৃতীয় শ্রেণীর সমস্যায় পরিণত হবে বেশ কয়েক মাসের জন্য। নির্বাচন না হওয়া অবধি রাস্তায় বসিয়ে রাখা যাবে যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের, হকের ডিএ চাওয়া সরকারি কর্মীদের। নির্বাচনে ব্যাস্ত থাকার অজুহাতে পিছিয়ে দেওয়া যাবে পড়ে থাকা জনপরিষেবা।

অন্যদিকে, সমীক্ষা বলছে বেকারত্ব বাড়ছে গ্রাম শহরে। ঘাটতির বৃষ্টি, মূল্যবৃদ্ধি, উৎপাদনের কমতি হার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে মন্দা। পেটের দায়ে বাড়তে পারে অপরাধ। এসব থেকে সাময়িক মুক্তির একমাত্র ওষুধ ইলেকশন ট্যাবলেট। খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো, ফ্রেশ হয়ে উঠে দেখবে মসনদ, দুনিয়া সবই পাল্টে গেছে। তুমি শুধু রয়েছো সেই তিমিরেই।

# নিয়ে ফিরল বুল্টি

প্রথম পাতার পর

সারা ভারত থেকে ৫৪জন অ্যাথলেট প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়। এই তালিকায় অন্যতম ছিলেন বুল্টি। যোগদানের শর্তই ছিল ৭৫ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। একসময় শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার এই রসদ জোগাড়ই বুল্টির কাছে কঠিন হয়ে পড়েছিল। বুল্টির স্বামী সন্তোষ রায় ট্রেনে ফল বিক্রি করেন। তাঁর পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। টাকা জোগাড় করতে দিন রাত এক করে ফেলেন বুল্টি। বহু জায়গায় আবেদন করেও ফল মেলেনি।

এরপরই এগিয়ে আসে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা পরিবার। গত ১১জুন কলকাতার স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবে কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর, প্রখ্যাত ফুটবলার কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক এবং সমিতির সম্পাদক, সদস্যদের উপস্থিতিতে ৫০০০০ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় বুল্টির হাতে। সঙ্গে এগিয়ে আসেন আরও কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি। পূরণ হয় শ্রীলঙ্কা যাওয়ার রসদ। এরপর পুরোটাই বুল্টির কৃতিত্ব। এ প্রসঙ্গে প্রণব বাবু বলেন, আমরা বুল্টির পাশে দাঁড়িয়েছিলাম যাতে বুল্টির মত অবহেলিত বাংলার এক অনন্য প্রতিভা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আমরা বুল্টিকে বলেছিলাম, তোমাকে নিজের সেরাটা দিতে হবে, ফল নিশ্চই আসবে। তবে বুল্টি যে ৩টে সোনা জিতবে তা ভাবতেই পারিনি। আমাদের সকলের স্বপ্ন পূরণ করেছে বুল্টি। তাঁকে অভিনন্দন। বুল্টি নিজের যোগ্যতায় গর্বিত করেছে আমাদের সমিতি ও আলিপুর বার্তাকে।

# গৃহবধূকে ধর্ষণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** স্বামীর অবর্তমানে বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ এলাকায়। রাত্রিবেলা গৃহবধূর স্বামী কাজে গিয়েছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই সুযোগকেই কাজে লাগায়। ঘরের মধ্যে ঢুকে মহিলাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, নির্যাতিতাকে হুমকিও দেয় যদি তিনি চিকার করেন তাহলে তাঁর সন্তানদের প্রাণে মেরে ফেলবে। সমস্ত ঘটনা স্বামীকে বলেন তিনি। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে কুলতলি থানার পুলিশ।

# জয়নগরে রাখীবন্ধন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাখী সৌভাত্বতের বন্ধন। এই বন্ধন কোনো ধর্ম মানে না। এই উৎসব সবার। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বুধবার সারা রাজ্যে পালন করা হলো রাখী বন্ধন উৎসব। এদিন জয়নগর ২ নং ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ব্লক যুব কল্যান দপ্তরের সহায়তায় নিমপীঠ বিডিও অফিসে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হলো। এদিন এই উৎসবে সামিল হন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল, এস আই সনাতন কর্মকার, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী অশেষানন্দজী মহারাজ, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, হাসনাবানু শেখ, উর্মিলা রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ওয়াহিদ মোল্লা, কণ্য কান্তি হালদার সহ আরো অনেকে। একই ভাবে জয়নগর ১ নং বিডিওর উদ্যোগে দক্ষিন বারাসতে রাখি বন্ধনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। আবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌর যুব কল্যান দপ্তরের সহায়তায় পৌর প্রাঙ্গণে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হলো।

# শিল্পের আড়ালে বোমাশিল্প

প্রথম পাতার পর

এদিন যে এলাকায় এই বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেই এলাকার সাধারণ মানুষ বিস্ফোরণের আগে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে জানান। এর পরেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। তাদের প্রশ্ন যেখানে ঘটনাস্থল থেকে মাত্র দু কিলোমিটারের মধ্যে থানা, সেক্ষেত্রে এধরনের কারখানার খবর পুলিশের কাছে থাকবে না, এটা অবিশ্বাস্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক তৃণমূল কর্মী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও স্থানীয় নেতৃত্ব ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ না করা কার্যত মুখ্যমন্ত্রীকেই অপমান করা।' এদিন বিস্ফোরণের খবর প্রকাশ্যে আসতেই দ্রুত ঘটনার তদন্ত করতে হাজির হন উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলা শাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী এবং বারাসত জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা নিয়ে এখনও দ্বন্দ্বে রয়েছে পুলিশ প্রশাসন। তবে ঘটনাস্থল সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে খবর নিয়ে সঠিক তথ্য জানাতে পারবেন বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসেছিলেন আই জি দক্ষিণবঙ্গ। অন্যদিকে বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত দোষীদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিআইডির টিমও। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে কারখানায় বেআইনি বিস্ফোরক মজুত ছিল। তার প্রমাণও মিলেছে তদন্তকারী অফিসারদের হাতে। এলাকায় এরকম আরও বেআইনি বাজির স্বয়ংক্রিয় কারখানার হদিশ পায় সিআইডি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই কারখানাগুলির মালিক শাসকদলের স্থানীয় বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের তীব্রতা ছিল এতটাই যে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দশ কিমি দূরত্বেও শব্দ পৌঁছায়। এবং প্রায় চার কিমি এলাকা জুড়ে মারাত্মক কম্পন অনুভূত হয়। শুধু তাই নয়, বিস্ফোরণ স্থলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাড়িঘর সমস্ত ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসু দাবি করেন, 'এটা শুধুই একটা দুর্ঘটনা নয়, বরং অনেক বড় ঘটনা। পুলিশ এর সঠিক ব্যবস্থা নেবে।' রাজ্যপাল আসার আগেই ঘটনাস্থল ঘুরে গিয়েছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার সহ তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্ব। তবে বেআইনি বাজি কারখানাগুলি বন্ধের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ যে মানা হয়নি, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল দত্তপুকুরের বিস্ফোরণের ঘটনা। এমনটাই মন্তব্য বিরোধীদের।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২ সেপ্টেম্বর – ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

## ৩৭০ উঠেছে এবার উঠুক সংরক্ষণ

জাতপাতের সংরক্ষণ আর কতকাল বলবৎ থাকবে? এ নিয়ে জাতীয় স্তরে আলোচনা প্রয়োজন। ১৪০ কোটি দেশের মানুষ গর্বিত হয় সফল চন্দ্রযান–৩এ। যে দেশ পৃথিবীর বৃহত্তর গণতন্ত্রের জন্য গঠিত হয় সে দেশে দলিত, সংখ্যালঘু আর উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের সংরক্ষণে বিভেদ বিভাজন সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। ব্রিটিশ তাদের শাসন কার্যের সুবিধার জন্য জাতপাতের লড়াইকে নানা আঙ্গিকে মদত দিয়েছিল। সেই পথে হেঁটেই স্বাধীন শাসকেরা আজও সরকারী চাকরি থেকে শুরু করে নানা সুযোগ সুবিধার জন্য সংরক্ষণের ভোট রাজনীতি বজায় রেখে চলেছে। একদা মণ্ডল কমিশন নিয়ে দেশজুড়ে আগুন জ্বলে ছিল। তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও নিম্ন বর্ণের লড়াইকে আইনি বৈধতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্ণ হিন্দু, দলিত ইত্যাদি নিয়ে নানা সময়ে অমানবিক সংবাদ উঠে আসে। একচেটিয়া বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার এদেশের সিনেমা থিয়েটারে তুলে আনা হয় বাণিজ্যিক কারণেই। জাতপাত ভিত্তিক হিংসা যতটা নিন্দনীয় বঞ্চনা করার রাজনীতিও অতি ঘৃণ্য।

মানুষের পরিচয় হোক মানুষের ব্যবহারে, কর্মে, শিক্ষা–দীক্ষায়, রাষ্ট্র সংবিধানে সবার সমান অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করলেও মেধার ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচারে কেবল মাত্র জাতপাতের বিভাজনকে মদত দিয়ে চলা এক ধরণের দ্বিচারিতা। অমৃত মহোৎসবের প্রাঙ্গণে যখন ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জ্ঞান বিজ্ঞানে গরিমায় অনন্য স্থান হবার দাবিদার হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে সেই সন্ধিক্ষণেও জাতপাতের সংরক্ষণ বজায় রাখা রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার লক্ষণ। সরকারকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিচার করতে হবে সংরক্ষণ নীতি দেশকে কতটা পিছিয়ে দিচ্ছে। শুধুমাত্র 'নিম্ন জাত'–এর তকমা থাকায় একই পরিবারের বহু সদস্য যখন সচ্ছল অন্যদিকে শুধুমাত্র তথাকথিত উচ্চবর্ণ হবার কারণে নিঃসীম দারিদ্রতা কিংবা আত্মহননের ঘটনা ঘটছে। রাষ্ট্রকে নানা সিদ্ধান্ত নিতে হয় বৃহত্তর লক্ষ্যে। যেমন কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা উঠে যেতে পারে, বিতর্কিত বাবরির সমাধান হতে পারে ঠিক তেমনি জাতপাতের অভিশাপ থেকে ভারতকে মুক্ত করতে ও সংবিধানের প্রতি প্রকৃত মর্যাদা দেবার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি। রাষ্ট্র যদি ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারে তবে সংরক্ষণের নামে জাতপাতের অতি সক্রিয়তা চলতে পারে না। রাষ্ট্রকে প্রয়োজনে আইনসভায় আইন প্রণয়ন করা দরকার। রাষ্ট্রের অন্তকাঠামো জাতপাত দীর্ণ হতে হতে দুর্বল হয়ে পড়বে, সুযোগ নেবে দেশের শত্রুরাই। মানব সম্পদ দেশের সম্পদ, সেই সম্পদে যদি কৃত্তিম বিভেদ রেখার অচলায়তন অক্ষুণ্ণ রাখা হয় তা ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান প্রজন্মের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। যদিও ভারত আজও কল্যাণ কামী রাষ্ট্রের দাবিদার।

## যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

### 'উৎপত্তি প্রকরণ'

সমগ্র জগতেই তাঁর অধিষ্ঠান, কিন্তু তিনি জগৎ নন। কারণ অন্তরে–বাইরে সর্বত্র তিনিই একমাত্র আছেন। তিনি ছাড়া আর কিছু হয়ই না। সেই চিদ্‌ময় মহেশ্বর ব্রহ্মকে তুমি ব্রহ্ম–বিষ্ণু–মহেশ–সূর্য্য বলে জানবে। রাম বললেন, এই জগৎ যদি চেতন হত তবে সহজেই সকলে তাঁকে জানতে পারত, কোন উপদেশের প্রয়োজনই হত না। বশিষ্ঠ বললেন, তুমি প্রকৃত কথাই বলেছ, জগৎকে চেতনরূপে গণ্য করা হলে, সংসার–দুঃখের নিবৃত্তি–উপায় জানা যায় না। জন্তু নামে পরিচিত চেতন জীবই হল প্রকৃত সংসার, চেতন জীবের বিদ্যমানতায় জন্ম–জরা–মৃত্যুর দুঃখ–ভয় রচিত হয়। জীব যেহেতু তত্ত্বজ্ঞ নয়, তাই অন্তঃকরণে জগৎকে স্থাপন করে কতই না যন্ত্রণা ভোগ করছে। পূর্ণ আত্মার এই যে জগৎ–দর্শন, তা থেকে বিরত হলে বর্হিমুখী গতি নিরুদ্ধ হয়ে অন্তর্মুখীনতার সূত্রপাত হয়। সেই অন্তর্মুখীনতায় ক্রমান্বয়ে পূর্ণত্ব প্রকাশিত হয়, একেই বলে তত্ত্বদর্শন। তত্ত্বদর্শনে যাবতীয় শোক–মোহ–দুঃখের চিরতরে নাশ হয়ে যায়।

তত্ত্বদর্শণে ব্রহ্মবোধ উদিত হয়, ব্রহ্মবোধ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায়, হৃদয়গ্রন্থি উপযুক্ত হলে সংশয়–ভয়, সঞ্চিত কর্মবন্ধন ধ্বংস হয়ে যায়। শুধুমাত্র চিত্তবৃত্তির নিরোধে দৃশ্যের আতন্তিক দূরীকরণ হয় না। দৃশ্যদর্শন যে ভ্রান্তি ও মিথ্যাজ্ঞানের পরিণাম, সে সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানেই দৃশ্যের অবসান হয় এবং দৃশ্যাতীত মুক্তি লাভ হয়। যোগের সাহায্যে শুধু দৃশ্যদর্শন নিরোধ করলে আত্মস্বরূপ জানা যায় না, মুক্তি লাভও হয় না। দৃশ্যের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ হয় না। যোগ প্রভাবে অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা দৃশ্যবন্ধন প্রকৃষ্টরূপে উচ্ছিন্ন হয়।

রাম বললেন , যাকে জীবরূপে জেনেছি বলে সংসার–বন্ধনে আবদ্ধ আছি, সেই আকাশরূপী অজ্ঞ জীব কোথায় কিভাবে অবস্থিত? পরমাত্মার স্বরূপ কি, তা বিস্তারিতভাবে বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, জন্ম–মৃত্যুময় চেতনকে যারা জীব জেনেও পরমাত্মা বলে তারা নিতান্ত মূর্খ। 'জীব' সম্পর্কীয় বুদ্ধিই হল সংসারদুঃখের কারণ। সুতরাং শুধু জীবকে জানলে কিছুই জানা হয় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

## ফেসবুক বার্তা

**নস্টালজিক চন্দননগর**

১৯২৭ সালে হুগলী চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে অক্ষয় তৃতীয়ার অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, একটি পুরনো চিত্র

# সফল চন্দ্রযানের বহুমুখী অভিঘাত

নির্মল গোস্বামী

ভারতের চন্দ্র বিজয়ে গর্বিত দেশবাসী। গর্বিত বিশ্ববাসীও। কারণ জ্ঞানের সীমা দেশ, রাষ্ট্র, মহাদেশ এসবের আঙিনায় বদ্ধ নয়। জ্ঞানমুক্ত ফলের চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান–৩ এর 'সফট' অবতরণের টেকনোলজি প্রচারের দৌলতে সকল মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জেনে গেছেন। থিওরি জানা হয়ে গেছে, শুধু হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেই তারাও সফলতা পেতে পারে। চন্দ্রের দক্ষিণ মেরু থেকে রোভার প্রজ্ঞান যে সব তথ্য পাঠাবে তাও বিশ্ববাসীর জ্ঞান ভাণ্ডারে জমা পড়বে। অর্থ ভাণ্ডার যে যার দেশের, কিন্তু জ্ঞান ভাণ্ডার সারা মানব জগতের। জ্ঞান জলের থেকেও পাতলা, তাই তাকে মুষ্টিমেয় মানুষ মুষ্ঠিবদ্ধ করে রাখতে পারে না। ফলে ইসরোর বিজ্ঞানী এবং টেকনিসিয়ানদের অভিনন্দন শুধু দেশের মানুষ নয় বহু দেশের বহু সংগঠনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে।

ইসরো সফল হল। ভারতের গৌরব বাড়ল। এরপরের নিশানা সে সূর্য অভিযান তাও ঘোষিত হল। এতেই কি সব শেষ হল? না তাই কি কখনও হয়। এই যে এতো সাফল্য এর কি কোন অভিঘাত থাকবে না? ব্যর্থতার যেমন (চন্দ্রযান–২) অভিঘাত ছিল, সফলতার তেমনি সমান অভিঘাত থাকার কথা। এবং আমরা তা দেখতেও পাচ্ছি। নরেন্দ্র মোদী কোথায় বলেন নি যে এটা আমার সাফল্য (অত বড় মূর্খ তিনি নন) ১৪০ কোটি দেশবাসীর সাফল্য বলে তিনি অভিহিত করেছেন। কিন্তু দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো প্রানান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে এই কৃতিত্ব নরেন্দ্র মোদীর নামে পড়ে না যায়। তারা বিজ্ঞানীদের বাহবা দেবার সাথে সাথে উল্লেখ করে দিচ্ছেন যে এর জন্য মোদীর কোন ভূমিকা নেই। ২০২৪–এ ভোট, তাই আরো বেশি চিন্তিত বিরোধীকূল। এই সাফল্যকে 'এনক্যাশ' করে জিতে যাবে না তো আদির দল?

আমরা জানি সমুদ্র মন্থনে গরল ও অমৃত দুই উঠেছিল। যখন গরল উঠল তখন অসুররা তার ভাগ চাইল না। সবটাই দেবতাদের নিতে হল। কিন্তু যখন অমৃত উঠল তখন অসুররা তা দাবী করল। দেবতারা ছল করে তাদের অমৃত থেকে বঞ্চিত করল। ঠিকই করেছিল। গরল নেবো না শুধু অমৃতের ভাগ নেবো, তা কি হয়? এখানেও তাই। ভারতের যত কিছু ঘটনা ঘটছে তার দায় যদি কেবল মোদীর হয়, তাহলে সাফল্যের দায় কেবল ভারতরাষ্ট্রের হবে কেন? রাষ্ট্র পরিচালক মোদীর তো কিছু প্রাপ্য। গালাগাল সব মোদীর আর প্রশংসার বেলায় মোদী বাদ– এটা সাধারণ জনগণ বোধহয় মানবে না। বিরোধীরা প্রচার করে যে শুধু পেট্রোপণ্যের উপর শুল্ক চাপিয়ে মোদী সরকার কয়েক লক্ষ কোটি টাকা পকেটে পুরেছে। কেউ তো তখন বলেন না যে ভারত সরকার দাম বাড়াচ্ছে। সকলেই বলে মোদী সরকার নাম বাড়াচ্ছে। ভারত সরকার বললেও কিন্তু মানুষ বর্তমানে মোদী সকারকেই বুঝত। কিন্তু তবুও মোদীর নাম না নিয়ে বিরোধীরা সমালোচনা করতেই পারে না। তাই চন্দ্রযান–৩ এর সাফল্য বর্তমান ভারত সরকার তথা মোদী সরকারকেই দিতে হবে।' নাহ্য পন্থায়।

তবে চন্দ্রযান–৩ এর সফলতার আসল অভিঘাত হল অন্য রকম। এর থেকে আমরা একটা বড় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সেটা হল এই যে, কোন জিনিসের সফলতা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট কর্মীবর্গের ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর কর্মক্ষমতার উপর।

এই যে ইসরোর বিজ্ঞানীরা নিঃশব্দে কাজ করল এবং সফলতা পেল এর জন্য আগে থেকে কোন প্রচারের প্রয়োজন পড়ল না। প্রধানমন্ত্রীর মুখ দিয়ে বা ইসরোর ডিরেক্টারের হাসি হাসি মুখের ছবি দিয়ে দেশের সব নিউজ চ্যানেল এবং সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিতে হয়নি। তাই খরচও যৎসামান্য। মাত্র ৬১৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বিদেশী সংস্থাদের খরচ হয় এর দশগুণ টাকা। আর ভারতবাসীর চক্ষু চড়কগাছ হবার যোগাড় এই ভেবে যে, জনগণের করের টাকা কী ভাবে জলের মতো বাজে কাজে খরচ হয়।

যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষায় যে টাকা খরচ হয় তা একটা চন্দ্রযানের থেকে বেশি। শুধু এসপিজি গার্ডের খরচ বছরে ৪০০ কোটি টাকা। এছাড়া তিন স্তর বিশিষ্ট বিশিষ্ট যে সুরক্ষা থাকে তাদের খরচ বছরে ২৫০ কোটি টাকা। মোট খরচ হল ৪০০+২০০=৬৫০ কোটি টাকা। তাহলে ওই টাকায় আমরা প্রতি বছর একটা করে চন্দ্রযান পাঠাতে পারি।

সরকারী প্রকল্প কতটা কার্যকরী হল– তার খবর থাকুক না থাকুক তার প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ। যেমন 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে গঙ্গা কতটা দূষণ মুক্ত হয়েছে তা মা গঙ্গাই জানেন। কিন্তু তার প্রচারের বহর বেশ চওড়া, শুধু নমামি গঙ্গে প্রচারের জন্য সরকারী খরচ হয়েছে ১৩০০ কোটি টাকা। ওই টাকায় দুটো চন্দ্রযান সফলভাবে পাঠানো যেতো। মোদী সরকারের ২০১৪ সালে মিডিয়াদের দেওয়া মোট পরিমান ৯৩৫ কোটি, ২০১৫ সালে ১১৭১ কোটি ২০১৮, ১৯ সালে মোট প্রচার খরচ ১৫৮৫ কোটি টাকা। এই টাকা ইসরোকে দিলে ইসরো সূর্য, শুক্র অভিযান সম্পূর্ণ করে অন্য অজানা গ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে পারত। জনগণের করের টাকা এমন জলের মতো অপচয় করার অপরাধে অপরাধী আমাদের দেশের সব সরকার। প্রচারের খরচ যদি প্রকল্পে খরচ করা যেতো তাহলে এতো দিনে ভারতে বসবাসকারী সব দরিদ্র মানুষের বাড়ি তৈরি হয়ে যেত। ওই খানে সরকারকে আর খরচ করতে হতো না।

আরো একটা বিষয় ইসরোতে দুর্নীতি নেই। তাই খরচ কম। সম্প্রতি ক্যাগ রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে 'দ্বারকা এক্সপ্রেস ওয়ে'–১৯ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে প্রকল্প খরচ ধরা দিল ১৮ কোটি টাকা প্রতি কিলোমিটার। সেখানে দেখা যাচ্ছে খরচ হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা প্রতি কিলোমিটার। ১৮র স্থানে খরচ হয়েছে ২৫০ কোটি। দুর্নীতি হয়েছে কিনা জনগণ বুঝুক। আমি দেখছি তিন কিলোমিটার রাস্তা করতে খরচ হচ্ছে ৭৫০ কোটি টাকা একটা সফল চন্দ্রযানের খরচের থেকে ১৩৫ কোটি টাকা বেশি।

নতুন সংসদ ভবন তৈরি করতে ৯১০ কোটি টাকা। একটা চন্দ্রযানের দেড়গুণ খরচ। ইসরোর সফল চন্দ্রযান আমাদের দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের দুর্নীতির বহরটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বিজেপি প্রচার করছে যে ১৫–১৫ সালে মনমোহন সরকার মহাকাশ গবেষণায় খরচ করেছিল ৫৫১৫ কোটি টাকা। আর মোদী সরকার ২০২২–২৩ সালে মহাকাশ গবেষণায় খরচ করেছে ১২,৫৩৫ কোটি টাকা। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১৪ সালে সোনার ভরি ছিল ২৮০০০ টাকা আর ২৩ সালে ৬০,০০০ টাকা। সেই তুলনায় মোদী সরকার প্রকৃত অর্থে মহাকাশ গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ কমিয়েছে। কিন্তু সাফল্যের ভাগীদারিত্ব থেকে মোদীকে সরানো যাবে না।

# এবার আর নিষিদ্ধ বাজি ফাটবে না!! মুচকি হাসছে দুর্গাপুজো উদ্যোক্তারা

দেবাশিস রায়

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

বাজি কারখানায় পরপর বিস্ফোরণ। রাজ্যজুড়ে মৃত্যুমিছিলের বিভীষিকা রূপ দেখে শিহরিত সাধারণ মানুষ। রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে পুলিশ–প্রশাসন দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনার মুখে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার নাকি ভীষণ চাপে পড়েছে। তাই নিষিদ্ধ বাজির কারবার রুখতে এবার আর কোনও গাফিলতিকেই রেয়াত করা হবে না বলে রাজ্য সরকার কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে। তবে, রাজ্য সরকার এবং নিরপেক্ষ' পুলিশ–প্রশাসনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবে পদক্ষেপটা যদি আক্ষরিক অর্থে কড়া' হয় তাহলে নিশ্চিত এবার পাড়ায় পাড়ায় দুর্গাপুজোয় আর নিষিদ্ধ শব্দবাজির গগনবিদারী আওয়াজ শোনাই যাবে না। অসুরনাশিনীর পুজো মণ্ডপজুড়ে ও ভাসানে শুধু ঢাকের মিঠি মিঠি বোলে কোমড় দোলাবে আট থেকে আশি। ধুসসস! তাই আবার হয় নাকি! মুচকি হাসছে পুজো উদ্যোক্তারা। এতকিছুর পরেও দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের অনেকেরই হাবভাবটা ঠিক এমনই গোছের। অদম্য উদ্যোক্তাদের অভিমত, রাজ্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ–প্রশাসন প্রতিবারই এরকম ফতোয়া দিয়ে থাকে। এসব নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। একাধিক মহলের অভিযোগ, বহুক্ষেত্রে পুলিশ–প্রশাসন নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব সেরে ফেলে। বিভিন্ন কারণে তারা কড়া হাতে বেনিয়ম রুখতে তৎপর হয় না। তাই উৎসব উদযাপন থেকে শুরু করে পুজোপার্বণ সবেতেই বিনা বাধায় রাশি রাশি নিষিদ্ধ বাজি ফাটে। পুলিশ–প্রশাসন মাঝেমধ্যে লোক দেখানো কিছু অভিযান চালালেও রাজ্যজুড়ে নিষিদ্ধ বাজি সহ কারবারিদের দাপট যে অব্যাহত তা বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনাতেই মালুম। এগরার খাদিকূল থেকে শুরু করে কলকাতার উপকণ্ঠে মহেশতলার পর এবার দত্তপুকুরের মোচপোল। বাজি তৈরির কারখানায় সাম্প্রতিককালে বিস্ফোরণ কাণ্ডে অসংখ্য প্রাণহানির ঘটনায় রাজ্যজুড়ে চর্চিত এমনই কিছু এলাকার নাম। ঘৃণ্য রাজনীতির পটভূমিকা এবং প্রশাসনের চূড়ান্ত অপদার্থতায় ভবিষ্যতে এই অনভিপ্রেত তালিকায় আরও কিছু নামের ঠাঁই পাওয়াটা যে কোনওভাবেই অস্বাভাবিক নয় তা বঙ্গবাসী মাত্রই বুঝতে পারছে। এরাজ্যে বাজি শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লক্ষাধিক পরিবার। বিশেষ করে দুই মেদিনীপুর, দুই চব্বিশ পরগণা, হাওড়া প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অংশের অসংখ্য মানুষ রুজিরুটির জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই শিল্পের ওপর সারাটা বছর নির্ভর করে থাকে। অনেকেই আছেন যাঁরা বংশ পরম্পরায় বাজি তৈরির কারিগর রূপে কাজ করছেন। শুধু তাই নয়, রাজ্যের এই শিল্পের ওপর থেকে সরকারের মোটা টাকা রাজস্ব আদায় হয়। সোরা, কাঠকয়লা, গন্ধক, বারুদ প্রভৃতির মিশ্রনে বিশেষ পদ্ধতিতে নিত্যনতুন ধরনের রংমশাল, তুবড়ি, ফুলঝুরি, আতসবাজি প্রভৃতি যাঁরা তৈরি করে চলেছেন তাঁরাও একপ্রকার শিল্পী। এই শিল্পীদের তৈরি হরেকপ্রকার বাজি নিয়ে প্রতিবছর দীপাবলি উপলক্ষ্যে কলকাতায় শহিদ মিনার ময়দানে বাজির বিরাট বাজার বসে। হাওড়া জেলার বেলুড়ের সুপ্রাচীন এক বাজি প্রস্তুতকারী সংস্থার নাম তো রীতিমতো প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এককথায়, রাজ্যে এই শিল্পকে কেন্দ্র করে বছরভর শত শত কোটি টাকার কারবার হয়। যদিও বিভিন্ন মহলের দাবি, এরাজ্যে বাজি শিল্পে খাতায়কলমে যতটুকু কারবার হয় অবৈধভাবে কারবারের পরিমাণটা আরও বেশি।এই দাবি যে নিছকই মন গড়া নয় তা সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন অবৈধ বাজি কারখানায় ভয়ংকর বিস্ফোরণ সহ প্রাণহানির ঘটনাতেই প্রমাণ মিলেছে। এদিকে পরপর এই বিস্ফোরণ কাণ্ড রাজ্যের বাজি শিল্প সহ শিল্পীদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। রাজ্যের বাজি শিল্প কার্যত বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয়ের আঁচ থেকে রেহাই মিলছে না বৈধ বাজি প্রস্তুতকারী শিল্পগুলিরও। রাজ্য সরকারের পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজির অগোছালো তত্ত্ব' সহ প্রশাসনিক নানাবিধ বিধিনিষেধ এবং কড়া নজরদারির মুখে পড়ে বৈধ কারবারীরাও হাঁসফাস অবস্থার শিকার। উদ্ভূত সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এটা বলা যেতেই পারে এবারে রাজ্যজুড়ে নিষিদ্ধ বাজির কারবার বন্ধ করতে সরকার যেভাবে খড়্গহস্ত তাতে গগনবিদারী শব্দবাজির দৌরাত্ম্য দমন হবেই। ফলে, উৎসব উদযাপন থেকে শুরু করে পুজোপার্বণে নিষিদ্ধ বাজির রমরমা আর চোখে পড়বে না। কিন্তু, রাজ্যের নাম যখন পশ্চিমবঙ্গ এবং যে রাজ্যে পদে পদে ঘৃণ্য রাজনীতির মদতে জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে 'নিয়ম ভাঙাটাই নিয়ম' হয় সেখানে নিষিদ্ধ বাজির দৌরাত্ম্য রুখতে গেলে দম লাগবেই। এখন এটাই দেখার ভবিষ্যতে কী হয়।

## দেশ দেশান্তরে

### মুখদর্শন

প্রণব গুহ

চলতি মাসের ৯ ও ১০ তারিখে ভারতে হতে চলেছে জি–২০ শীর্ষ সম্মেলন। এবারে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী এই সম্মেলন ও তার নেতৃত্ব নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। ইতিমধ্যে বাণীও শুনিয়েছেন অনেক। বিশ্ববাসীর আশা খাদ্য, জ্বালানি, সার, বাণিজ্য, অর্থনীতিতে পারস্পরিক সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এই সম্মেলনে। বিশ্বের শীর্ষ নেতারা বসে মানুষের স্বার্থে একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যা আগামী দিনে প্রতিফলিত হবে জীবন ও জীবিকায়। কিন্তু সে আশার আলো কিছুটা হলেও যেন স্তিমিত হতে চলেছে।

সম্মেলনের মাত্র ১০দিন আগে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে মুখদর্শন থেকে বিরত থাকার কথা জানিয়ে দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি নাকি ইউক্রেন দখলে এতো ব্যাস্ত যে এই সম্মেলনে আসতে পারছেন না। আবার তার পর দিন আর এক তাবড় নেতা চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিং পিনও অরাজি হলেন সম্মেলনে মুখদর্শনে। পুতিন পাঠাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রীকে আর শি পাঠাচ্ছেন তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে। এরাই প্রতিনিধিত্ব করবেন নিজের নিজের দেশের।

এখন প্রশ্ন হল বিশ্বের দুই মহাতারকা সম্মেলনে মুখ দেখাতে রাজি নয় কেন? এরা কি আদৌ ব্যাস্ত নাকি অন্য কোন মতলব রয়েছে দুজনের? এসব উত্তর পাওয়া কঠিন হলেও ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি বিষয় উঠে আসছে না মুখদর্শন সিদ্ধান্তে। প্রথমত ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কয়েকদিন আগে রাশিয়া যেভাবে চন্দ্রযান অভিযানে ভারতকে টক্কর দিতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে তাতে এই মুহূর্তে ভারতে এসে মানসিকতা ও প্রযুক্তি নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হতে পারে রাশিয়াকে। তার উপর রয়েছে ইউক্রেন আক্রমণের সমালোচনার সম্ভাবনা। এই আবহে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে পুতিনের মুখোমুখি বসা যথেষ্ট অস্বস্তিকর। তাই সম্ভবত জি ২০র মত সম্মেলনেও মুখ না দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুতিন। ওদিকে শি কাঠগড়ায় দখলদারির মানসিকতায়। ভারতীয় সীমান্তে দুষ্টুমি বজায় রেখেও শান্তি পাননি, ফের অরুণাচলকে নিজেদের ম্যাপবন্দি করে নিজেদের সার্বভৌমত্বের কথা বলে ভারতের সার্বভৌমত্বে আঘাত হেনেছেন। এখন আর তাই মুখ দেখাবার জো নেই শি এর।

তবে একথা ঠিক যে বিশ্বরাজনীতির মহাতারকাদের গরহাজিরায় সম্মেলনের গুরুত্ব অনেকটাই কমবে। এরা থাকলে যেসব সিদ্ধান্ত যৌথ বিবৃতিতে উঠে আসতো সেগুলো বিলম্বিত হবে। আবার ভারতের নেতৃত্বে সম্মেলনের সাফল্যে বাধ সাধতেও এই উপস্থিত না থাকার চালও হতে পারে পুতিন এবং শি–এর। কারণ যাই হোক না কেন ২০২৩–এর জি২০ শীর্ষ সম্মেলন দেখিয়ে দিল আগ্রাসনে লিপ্ত দুই নেতার ভারতের প্রতি মনোভাব। তবে কারোর জন্য থেমে থাকলে চলবে না। ভারতের মন্ত্র : চরৈবেতি। এগিয়ে যাবার নামই জীবন। পিছনে পড়ে অনেকেই ইতিহাস হয়ে যাবে, গুরুত্ব হারাবে। তবু বিশ্ব কল্যাণের লক্ষ্যে চলতে হবে অবিরত।

## পাঠকের কলমে

### দীর্ঘদিন তালা বন্ধ আমতা মহকুমা লাইব্রেরি

পাঁচশো বছরেরও বেশি পুরানো বন্দর নগরী আমতা। হাওড়া জেলায় আমাতার এক আলাদারকম গুরুত্ব রয়েছে। রেলস্টেশন, আদালত, থানা, কলেজ, বিদ্যালয়, লাইব্রেরী থেকে শুরু করে সব কিছুই রয়েছে আমতায়। সবই খোলা রয়েছে। খোলা নেই কেবল শতাব্দী প্রাচীন আমতা মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরী। ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠা হয় এই লাইব্রেরীর। কিন্তু বিগত চার বছর ধরে লাইব্রেরিটি তালাবন্ধ। দীর্ঘবছর ধরে পাঠককূল বঞ্চিত এর পরিষেবা থেকে। প্রায় কুড়ি হাজারের মতো বই রয়েছে এই পাঠাগারে। তার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংখ্যাও প্রচুর (যেগুলি বর্তমানে উইপোকার পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত)। রয়েছে বিপুল সংখ্যক সাধারণ পাঠক এবং উন্নতমানের পরিকাঠামো। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে লেখক–গবেষকদের নিয়মিত আনাগোনা ছিল এই পাঠাগারে। কিন্তু বিগত চার বছর ধরে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে লাইব্রেরিটি তালাবন্ধ। কবে আবার খুলবে এই লাইব্রেরী ? এলাকার জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের কাছ থেকেও এর কোন সদুত্তর মেলেনি। সবার দাবি, অবিলম্বে লাইব্রেরী খোলা হোক। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কি এবার একটু নজর দেবেন !

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর, আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

# আবার আসছে দুয়ারে সরকার

## পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সফলতম এবং জাতীয় স্তরে সমাদৃত ও রাজ্যের সর্বাধিক মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনন্য কর্মসূচি

**এপর্যন্ত**

| পর্যায় | শিবির | পরিষেবা |
|---|---|---|
| ৬টি | ৪.৬৬ লক্ষ | ৭.২০ কোটি |

দুয়ারে সরকার

**এবারও বুথে বুথে**

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

## মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঐকান্তিক উদ্যোগে

## ৩৫টি পরিষেবা নিয়ে

**১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** থেকে

পুনরায় শুরু হচ্ছে

# ‘দুয়ারে সরকার’

(সপ্তম পর্যায়)

**রাউন্ড ১**

আবেদনপত্র গ্রহণ শিবির
১-১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

**রাউন্ড ২**

পরিষেবা প্রদান শিবির
১৮–৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

### ৭ম পর্যায়ের পরিষেবা:

**নতুন পরিষেবা**

- বার্ধক্য ভাতা
- হস্তশিল্পী ও তাঁতশিল্পীর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন
- পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের নিবন্ধীকরণ
- ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের উদ্যম পোর্টালের অনলাইন নিবন্ধীকরণ

**অন্যান্য পরিষেবা**

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
- ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড
- খাদ্য সাথী
- স্বাস্থ্য সাথী
- প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র
- জাতিগত শংসাপত্র
- তপশিলি বন্ধু
- মেধাশ্রী
- শিক্ষাশ্রী
- জয় জোহার
- কন্যাশ্রী
- রূপশ্রী
- মানবিক
- বিধবা ভাতা
- কৃষকবন্ধু
- কিষান ক্রেডিট কার্ড (কৃষি)
- কৃষি পরিকাঠামো তহবিল – প্রতিটি আবেদন পৃথকভাবে গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন প্রদান
- কিষান ক্রেডিট কার্ড (প্রাণীপালন)
- বাংলা কৃষি সেচ যোজনার আওতায় আবেদন গ্রহণ এবং আর্থিক সহায়তার অনুমোদন প্রদান
- ঐক্যশ্রী
- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড
- মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ প্রদান
- আধার পরিষেবা সংক্রান্ত সহায়তা
- ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সংক্রান্ত সহায়তা
- কৃষিজমির মিউটেশন
- পাট্টার জন্য আবেদন
- বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
- মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড
- বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের আংশিক মকুব
- বিদ্যুৎ–এর নতুন সংযোগ

‘দুয়ারে সরকার’ শিবিরে সকল পরিষেবার ফর্ম বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া কোনো ফর্ম গৃহীত হবে না। পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন। সহায়তার জন্য ০৩৩ ২২১৪ ০১৫২, ১৮০০ ৩৪৫ ০১১৭ নম্বরে সরাসরি ফোন করুন অথবা আপনার নিকটতম বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

আপনার নিকটবর্তী ক্যাম্প কোথায় এবং কবে হবে জানতে ক্লিক করুন: **https://ds.wb.gov.in**

পাড়ায় সমাধান
পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

**এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান**

স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোগত শূন্যতা পূরণ ও পরিষেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

পাড়ায় সমাধান–এর আবেদন নেওয়া হবে
**১–১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩**

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩–এর মধ্যে এই পর্যায়ে প্রাপ্ত বৈধ আবেদনগুলির যথাসম্ভব নিষ্পত্তি করা হবে।

সকল সরকারি পরিষেবা বিনামূল্যে পেতে ‘বাংলা সহায়তা কেন্দ্র’–এ যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার** | আপনার পাশে, আপনার সাথে

@egiye_bangla

# মহানগরে

## উত্তর কলকাতার ক্যানালের হাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** উত্তর কলকাতার ক্যানাল গুলি কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি ব্যবস্থার একটি অন্যতম হাতিয়ার। দীর্ঘদিন এই ক্যানাল ও তার জল অবশ্যই কলকাতার পরিবেশবান্ধব। পরিবেশ সচেতন মানুষ অবশ্যই এই ক্যানাল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সৌন্দর্যায়নের দাবি রাখে। সেই সূত্রেই খালের ধারের সৌন্দর্যায়ন ও দৃষ্টিনন্দন করার দিকে আরও মনোযোগ প্রয়োজন আরও নতুন ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন। খাল গুলির ড্রেজিং ও ক্লিয়ারিং কীভাবে হবে তা ভীষণভাবে দেখা প্রয়োজন। কারণ খালের ধারে প্রচুর গাছ ও বস্তিতে ক্যানেলের পরিসর ছোটো হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে নজর দেওয়া দরকার।

উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের জবাবে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, খুবই ভালো প্রস্তাব। এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা অনেকদিন ধরেই আছে। খালের যা অবস্থা। আবার খালের ধারে এখন অবৈধভাবে পার্কিং শুরু হয়েছে। এবং ওই জায়গা গুলি নোংরা হয়ে রয়েছে। কেউ এসে বাড়ি ভাঙার রাবিস ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার থেকে রাজ্যের সেচ দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। যদি সেচ দপ্তর থেকে কলকাতা পৌরসংস্থাকে অনুমোদন দেয়। তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থা উত্তর কলকাতার ক্যানেলের পাড়ে সবুজায়ন করতে পারে। এবং সেচ দপ্তর যদি এখনই দিয়ে দেয়, তাহলে পৌর উদ্যান ও বাগিচা দপ্তর থেকে এই বর্ষায় খালের পাড়ে ব্যাপকভাবে গাছ লাগাতে পারা যায়। তবে খালের পাড় কখনই বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে পারা যায় না। যেহেতু এটা নিকাশি খাল ও সেচ দপ্তরের জমি। তবে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার না করে সবুজায়ন করা যায়।

# জঞ্জালে আবদ্ধ বন্ধ বাড়ি ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর জটিল আইনের গেরোয় পুরসভা

**বরুণ মণ্ডল**

কলকাতা পৌরসংস্থার অধীন এলাকায় যদি কোনও বাড়ি দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকে, তাহলে সেই বাড়ির জঞ্জাল পরিষ্কারের সহজ উপায় কী? এবং একাধিক শরিকদের বিবাদের কারণে যদি কোনও বাড়ির জঞ্জাল পরিষ্কার না হয়, তাহলেই বা সেটা সহজ উপায়ে কিভাবে পরিষ্কার করা যাবে? এই সব ক্ষেত্রে উক্ত বাড়ির প্রতিবেশীরা স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিকে বা বরো অফিসেনানাবিধ অভিযোগ করলেও তার কোনও সুরাহা করা যায় না কেন?

কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র করা প্রশ্নের জবাবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আপনি এটা খুবই ভালো প্রশ্ন করেছেন। এ বিষয়ে জানাই যে একটা আইন আছে, প্রথমে তালা দেওয়া বাড়ির দরজায় পৌর আইনের ৪৯৬এ ধারায় একটি নোটিশ লাগাতে হবে। তবে ওই বাড়ির মালিকের নাম অজানা থাকলে নোটিশের নামের জায়গায় অজানা শব্দটিকে লিখে তার নীচে বাড়িটির সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখতে হবে।

তাতেও বাড়ির মালিককের কোনও হেলদোল না হলে এই নোটিশটি লাগানোর ঠিক সাতদিন বাদে কলকাতা পৌর আইনের ৪৫৮ ধারায় আরেকটি নোটিশ আগের নোটিশের পাশেই লাগাতে হবে। দু'টি নোটিশ দেওয়ার পরেও কোনও কাজ না হলে নিতে হবে তালা ভাঙার উদ্যোগ। তবে এই উদ্যোগ কীভাবে নেওয়া যাবে, সংশ্লিষ্ট পৌর প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করে এবং ওই ওয়ার্ডের দু'জন বিশিষ্ট নাগরিক, স্থানীয় থানাকে চিঠি লিখে একজন সেই থানার প্রতিনিধি, তালা ভাঙার দিন সকালে ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধিকে সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য অফিসিয়ালি জানাতে হবে। তারপর তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পৌরপ্রতিনিধি, পুলিশ এবং দু'জন বিশিষ্ট নাগরিক, ওয়ার্ড মেডিক্যাল অফিসার, ওয়ার্ড ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসার, জঞ্জাল অপসারণ দফতরের কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন। তারপর বাড়ির ভিতরের জল জঞ্জাল পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করে মশার আঁতুরঘর পরিষ্কার সামগ্রিক বিষয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রেখে কাজের একটি ভিডিও রেকর্ডিং করতে হবে। কাজের শেষে বাড়ির তালা ভাঙা সবক'টি গেটে নতুন তালা লাগিয়ে, তার চাবিপত্র স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে।

কোনও বাড়ির একাধিক শরিক থাকলে সেই বাড়ির জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য প্রত্যেক শরিকের নামে ৪৯৬এ ধারায় নোটিশ দিতে হবে। নোটিশে কাজ না হলে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মিউনিসিপ্যাল কোর্টে মামলা রুজু করতে হবে। সহজভাবে এই কাজ করতে গেলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি, ওয়ার্ড মেডিক্যাল অফিসার, ওয়ার্ডের ভিসিআই এবং ওয়ার্ডের কঞ্জারভেন্সি ও ওয়ারসিয়ারদের মধ্যে সমন্বয় থাকা আবশ্যক। এবং ওয়ার্ড স্তরেই এই সমস্যার নিষ্পত্তি সম্ভব। বরো স্তরে কোনও সহযোগিতা সাধারণত লাগে না।

তবে জঞ্জাল অপসারণ দফতরের কর্মীদের দিয়ে পরিষ্কার করানোর নির্দিষ্ট একটা নিয়ম শুরু করা হয়েছে। এমন যদি হয় বাড়ির মালিক সম্পত্তি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করছে না। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করছে না। তখন সেটা কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতর থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। আর যা খরচপাতি হবে, সেটা ওই বাড়ির সম্পত্তি করের বিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। পরে যখনই এই বাড়ির বা জমির যে কেউ যখন কলকাতার পৌরসংস্থায় ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স করতে আসবে, তখন এই টাকাটাও কলকাতা পৌরসংস্থাকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে। তারপরই কলকাতা পৌরসংস্থা ওই জমিতে অন্য কাজ করার অনুমতি দেবে। নাহলে কোনও কাজের অনুমতি নয়।

# পানীয় জলের সমস্যা মিটতে পারে আগামী গ্রীষ্মের আগেই

## বেহালা পূর্বে ও জোকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বেহালা পূর্বস্থিত ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত রাজা রামমোহন রায় রোডের (পূর্বতন নাম বীরেন রায় রোড পূর্ব) সবেদা বাগান, মনমোহন পার্ক, পঞ্চাননতলা, জয়শ্রী পার্ক, মজলিস আরা রোড, মাইতি পাড়া, প্রফুল্ল সেন কলোনি, ভাসা পাড়া, আনন্দপল্লিসহ বেশ কিছু অঞ্চলে বর্তমানে জলের প্রেসার খুবই কম। কোনো কোনো জায়গায় জলের প্রেসার এক ফুটেরও নীচে। আমার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যার সম্মুখীন। দায়িত্বপ্রাপ্ত বরো ১৪'র অফিসাররা বারংবার পরিদর্শন করেও সমস্যার কোনও সমাধান করে উঠতে পারছেন না।

এমতাবস্থায় আমার প্রস্তাব বর্তমানে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন থেকে সকাল–বিকেলে কতটা সময় জল সরবরাহ করা হবে, জলের প্রেসার সবকিছুই এখন কেন্দ্রীয় পৌরভবন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যদি জলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বরোর ইঞ্জিনিয়াররা বরোতে জল সরবরাহে সমস্যার কথা ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ারদের জানিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জল সরবরাহের সময়সীমা, জলের প্রেসার মেইনটেইন করার ব্যাপারে বরোর থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, পৌর জল সরবরাহ দপ্তর থেকে সেই অনুমতি প্রদানের প্রস্তাব রাখছি। এরফলে ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের যে সমস্যা তা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হবে।

এই সমস্যার ওপর ১৬ নম্বর বরোর অধ্যক্ষ সুদীপ পোল্লে বলেন, বিশেষ করে বেহালার চৌরাস্তাস্থিত বুস্টার পাম্পিং স্টেশন বহু পূর্বে তৈরি হয়েছিল এবং ৩০ – ৪০ ফুটের বীরেন রায় রোডের (পশ্চিম) ঠিক উল্টোদিকে ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডে বড়িশার সাবর্ণ পাড়া, প্যারিস পাড়া এলাকাতে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব আছে রয়েছে। ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পাশেই ঠাকুরপুকুরে ১২৫ নম্বর ওয়ার্ড সেখানেও পানীয় জলের অভাব আছে। এই সমস্ত খবর পেয়ে আমি নিজে অঞ্চল পরিদর্শন করে আমার জল দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে বলেছিলাম। তিনি বলেন, এ সমস্ত বিষয়টা বর্তমানে কেন্দ্রীয় পৌরভবন থেকে দেখে, আমাদের ওখানে ঢোকবার অনুমোদন নেই। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বেহালায় অনেকগুলি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়েছে। ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপল্লিতে বুস্টার তৈরি হয়েছে। ১২৭ ও ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের শকুন্তলা পার্কে বুস্টার পাম্পিং তৈরি হয়েছে। সেসূত্রেই আমি মহানাগরিকের কাছে প্রস্তাব রাখবো, বিশেষ করে বেহালা চৌরাস্তা বুস্টার থেকে যেভাবে জল সাপ্লাই হচ্ছিল, তাতে বেহালার তিনটি ১৩, ১৪ ও ১৬ নম্বর বরোর জল দপ্তরে ই.ই. কে নিয়ে একটি কমিটি করে চৌরাস্তা বুস্টারের জলটাকে ঠিকঠাক ভাগ করে কোথায় কীভাবে দেওয়া যায়। কেননা যখন চৌরাস্তা বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি (স্থাপন : ১৯৯৯) হয়েছিল, তখন বেহালায় সবক'টি ওয়ার্ড তাতে নির্ভরশীল ছিল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ১২৯, ১২৭ ও ১২৮ শে বুস্টার হয়ে গিয়েছে। তবে ওইসব ওয়ার্ডে সাপ্লাই হওয়া জলটা বর্তমানে কোথায় যাচ্ছে? এটাকে একটা রি–ভ্যালুয়েশন করে যদি যেসব ওয়ার্ডে এখনও বুস্টার তৈরি হয়নি, সেখানে ওই জলটা সাপ্লাই করা যায়। সেজন্য আমি আবেদন রাখছি।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, বেহালার জয়শ্রী পার্কে একটি ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। এর দ্বারা ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলের প্রেসার অভূতপূর্ব ভাবে বাড়বে। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশন থেকে আসা জল যে এলাকায় জলটা সরবরাহ করা হচ্ছে। তার দূরত্ব অর্থাৎ উচ্চতার ওপর(টেকনোগ্রাফি) নির্ভর করে। যেহেতু জয়শ্রী পার্ক স্টেশনটি ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের ভিতরে তৈরি হচ্ছে, স্বাভাবিক ভাবেই ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে জল সরবরাহের সামগ্রিক উন্নয়ন হবে।

আরও জানাই, যে লোকাল কোনও ফল্টের জন্যই জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। বরোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়াররা তার সমাধান করতে পারে। এটা কেন কেন্দ্রীয় পৌরভবন থেকে নিয়ন্ত্রণ হবে? জল সরবরাহ দপ্তরের বরোর যিনি ই. ই. থাকবেন সে এটাকে সমাধান করতে পারে। আর চৌরাস্তা বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের প্রেসার নিশ্চিতভাবে ধীরেধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেহালায় অনেক নতুন নতুন এরিয়া সংযুক্ত হয়েছে। বেহালা একটি ডেভেলপিং এরিয়া। চলতি বছরে শেষ নাগাদ বেহালা চৌরাস্তা বুস্টার আরও দৈনিক পাঁচ মিলিয়ন গ্যালন জল(এই জলটা এখন মহেশতলা পৌরসভা পায়) পাবে। সুতরাং আগামী গ্রীষ্মে বেহালায় পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব আর থাকবে না। তবে বেহালার কোথাও লো–প্রেসার এরিয়া থাকলে 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবেন।

## ম্যাসিডোনিয়ার বিদেশমন্ত্রী কলকাতায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ** রিপাবলিক অফ নর্থ ম্যাসিডোনিয়ার বিদেশ মন্ত্রকের পূর্ণমন্ত্রী আজ ১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এসে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বলেন, মাদার টেরিজার সঙ্গে এই মহানগরের একটা দীর্ঘ সম্পর্ক আছে। মাদার টেরিজাকে নিয়ে একটি পিলগ্রিম ইন ট্যুরিজম তৈরি হবে। আমাদের দেশের একটা বড়ো টিম আগামী দিনে কলকাতায় আসবেন। মাদার টেরিজার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে তারা যাবেন। মাদার টেরিজাকে সামনে রেখে তারা বিভিন্ন কাজ করবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা হল ওদের সিস্টার সিটি।

# লেন্স বার্তা

দোলে দোদুল : শ্রী চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটে মহাসমারোহে পালিত হল এবারের ঝুলনযাত্রা। ছবি : শ্রাবন্তী রায়

সৌহার্দ্য : কলকাতা মহানগরের মহানাগরিককে রাখি বন্ধনে চেতলা গার্লস হাই স্কুলেরছোট্টো ছোট্টো ছাত্রীরা।

বেহাল আস্ফালন : পতাকায় সব দলের উপস্থিতি থাকলেও, বেহাল দশা শিবরামপুরে। সব পুকুরই উঠে এসেছে রাস্তার উপর, জলমগ্ন বেশিরভাগ বাড়িঘর।

প্রেমলীলা : মায়াপুর ইস্কনে ৩৯তম ঝুলনযাত্রা।

দেবতার পথ : আঁকা বাঁকা পথ, মেইন রোড জুড়ে হবে, দাদা–দিদিদের পুজো, অগত্যা যে যার মতো বের করেছে বাইপেসে রাস্তা। ছবি : অভিজিৎ কর

# এখানে ওখানে

## বংশপরম্পরায় আজও প্রাকৃতিক নিয়মে চুন প্রস্তুত করে চলেছেন তামলিরা

**জয়দীপ মৈত্র**

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্যাবসার প্রতিষ্ঠিত শহর গঙ্গারামপুর শহরের ১নং ওয়ার্ডের কাদিঘাট এলাকায় দীর্ঘ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে বংশপরম্পরায় প্রাকৃতিক উপায়ে ঝিনুক থেকে চুন প্রস্তুত করছেন তামলি সম্প্রদায়ের ৫ পরিবারের সদস্যরা। চুন তৈরি করেই তাদের রুজিরোজগার। মাসে ১৫–২০ হাজার টাকা আয় করলেও গ্রাম থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করতে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তাতেই তাদের প্রায় সব চলে যায়। গ্রাম থেকে ২০০ টাকা করে ঝিনুক কিনে বাড়িতে নিয়ে এসে চুন প্রস্তুত করে ৩ টাকা প্যাকেট হিসেবে বিক্রি করা হয়। এই বিষয়ে বিজয় তামলি ও বিমল তামলি জানান, নানান গ্রাম থেকে নদীর ঝিনুক কিনে নিয়ে সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো গাড়ি করে নিয়ে এসে সেখান থেকে চুন তৈরি করেন। এই চুন তৈরি করার কাজটিও বেশ খাটুনির। ২৪ ঘন্টা ধরে বড় বড় উনুনে পোড়ানো হয়। এরপর চুন তৈরি করার শেষে তাকে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে আবার তাকে জল দিয়ে রেখে তিন ঘন্টা ঘোলাতে হয়। তারপর কাপড়ে ছেঁকে রাখার পর সেটি যখন আস্তে আস্তে জমতে শুরু করে তখন বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং সেটিকে প্যাকেট করে গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে বিক্রি করেন। এই চুন শুধুমাত্র পানে খাওয়ার জন্য বিক্রি হয়। কিন্তু বর্তমানে পাথরের চুন বাজারে ঢুকে যাওয়ায় তাদের ব্যবসা মার খেয়েছে, পাশাপাশি লাভের মুখ তারা খুব কমই দেখেছেন বলে তারা জানান। সরকারি সহযোগিতা থাকায় কোন রকমে চলে যাচ্ছে। তাই বাপ–ঠাকুরদার হাত ধরে বংশ পরম্পরায় চলে আসা তামলি সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক নিয়মে চুনপ্রস্তুত ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে আজও কার্যত প্রাকৃতিক নিয়মে চুন প্রস্তুত করে চলেছেন ৫ টি পরিবারের সদস্যরা। তবে এই প্রাকৃতিক নিয়মের চুন প্রস্তুতের বিষয়টি যেমন লাভজনক তেমনি স্বাস্থ্যকর।

# দান করা বাড়িতে এখনও স্বপ্ন অধরা শিল্পীর

**মলয় সুর**

শান্তিনিকেতনে বহুবছর ধরে অনাদরে পড়েছিল প্রবাদ প্রতিম শিল্পী প্রয়াত কলাপতি গণপতি সুব্রহ্মন্যনের শান্তিনিকেতনের বাড়ি। শান্তিনিকেতনের পূর্ববল্লীতে ১৩ নম্বর প্লটে বিশ্বভারতীকে দান করা শিল্পীর সেই বাড়িটি এখন কলাভবনে পরিণত হয়েছে। বিশ্বভারতীর জমি দখলের অভিযোগ থেকে রেহাই পাননি নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। সেই সময়েই বিশ্ববিদালয়ের বিভিন্ন বিতর্কের মাঝে ক্রমশ আড়াল হয়ে গেছে বিশ্বভারতীকে দান করা পূর্বপল্লীতে থাকা কেজি সুব্রহ্মণ্যনের বাড়ি। আদতে কেরলের মানুষ হলেও 'পদ্মবিভূষণ' প্রবাদ প্রতিম এই শিল্পী শান্তিনিকেতনে সকলের কাছেই পরিচিত ছিলেন মানিদা নামে। প্রয়াত শিল্পীর ইচ্ছা ছিল তাঁর পূর্বপল্লীর বাড়িতে বিশ্বভারতী দেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের বিভিন্ন কাজ নিয়ে একটি প্রদর্শশালা ও ডিজিটাল আকাইভ গড়ে উঠুক। সেজন্যে তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই বিশ্বভারতীকে দুই বিঘা জমিসহ বাড়ি ও লাইব্রেরি দান করেছিলেন। কিন্তু বহুদিন হয়ে গেলেও বিশ্বভারতীর কোনো টনক নড়েনি এই শিল্পীর বাড়িকে ঘিরে।

বর্তমানে তাঁর বাড়িটিকে কলা ভবনের রূপ দেয় বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ। ২০১৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য সুশান্ত দত্তগুপ্তের আমলে রেজিস্ট্রার কর্নেল মণিমুকুট মিত্র ও সম্পত্তি আধিকারিক অশোক মাহাতোর হাতে পূর্বপল্লীতে নিজের বাসভবন, দুষ্প্রাপ্য বইয়ের লাইব্রেরি সহ মোট দুই বিঘা জমি বিশ্বভারতীকে দান করেন মানিদা। তাঁর ইচ্ছা ছিল নিজের গুরু, শিল্পাচার্য বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন শিল্পীর প্রদর্শনী সেখানে করা হবে। জমি দান করার মাত্র চার মাসের মাথায় ২৯ জুন ২০১৬ সালে কেরলে ভাদোদরায় প্রয়াত হন শিল্পী কেজি সুব্রহ্মণ্যন। যদিও তৎকালীন উপাচার্য বিষয়টি যত্ন সহকারে দেখলেও বিতর্কের জেরে উপাচার্যের পদ থেকে সরে যেতে হয়। এরপর স্থায়ী উপাচার্যের অভাবে শিল্পীর এই বাড়িটি ঘিরে কোনরকম উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। উপাচার্যপদ শূন্য থাকার পর ২০১৮ সালে সেই পদে যোগ দেন অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। কিন্তু তিনি যোগদান করার পরপরই বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায় বাড়িটি আক্ষরিক অর্থেই পড়ে ছিল। কেজি সুব্রহ্মণ্যনের দেওয়া বাড়িতে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় সহ কলাভবনের ১০০ বছরের নামীদামি শিল্পীদের বিভিন্ন শিল্প প্রদর্শনী নিয়েপূর্বপল্লীর ওই বাড়িতে ডিজিটাল আর্কাইভ ও একটি স্থায়ী প্রদর্শশালা করার কথা ছিল। এখন কেবল কলাভবনের অফিস খুলে রয়েছে কর্তৃপক্ষ। এমনই অভিযোগ স্থানীয় মানুষদের। এদিকে ওই বাড়িতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আঁকা প্রায় চারশো ছবির ডিজিটাল আর্কাইভ করার জন্য বিশ্বভারতীকে দুকোটি টাকা দান করেছেন বিনোদবিহারীর কন্যা মৃণালিনী মুখোপাধ্যায় ট্রাস্ট। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজির পর বাড়িটিতে গিয়ে দেখা গেল কোনো কাজই হয়নি। একমাত্র কলাভবনের অফিস হয়েছে। এবিষয়ে কেয়ারট্রেকাররা প্রকাশ্যে মুখ খুলতেও চাইছেন না।

# মাঙ্গলিকী

## সুমনার ভাবনায় মহাভারতের পাঞ্চালী

**কৃষ্ণচন্দ্র দে**

নাটক বিভাজিতা। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাম ভূমিকায় ঃ দ্রৌপদী

বেহালা অনুদশীর নতুন প্রযোজনা মহাভারতের অন্যতম প্রতিবাদী চরিত্র দ্রৌপদীকে নিয়ে তৈরি নাটক 'বিভাজিতা' দেখলাম বিগত ২৬ জুলাই ২০২৩ তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে। এই তৃপ্তি মিত্র সভাঘর বাংলা নাট্য আকাদেমির নিজস্ব মঞ্চ। নাটকটি সুমনার একক অভিনয়। এই সোলো প্রোগ্রামে ইদানিং সুমনা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। ওর প্রথম সোলো উপস্থাপনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে তৈরি ছিল। একনারী কাদম্বরী দর্শক মহলে চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছিল। তারপরে সুমনা মহাভারতের আর একটি প্রতিবাদী চরিত্র অম্বাকে নিয়ে তৈরি করল 'আহত অম্বা।' এই নাটকে অম্বা চরিত্রে সুমনা অনবদ্য অভিনয়ের নির্দশনই রাখেনি শারীরিক পটুত্ব ও দর্শকের সামনে হাজির করেছিল। দর্শক মহল থেকে যথেষ্ট সাড়া পেয়েছিল সুমনার একক অভিনয়। এবারে আর একটি অন্যতম প্রতিবাদী চরিত্র দ্রৌপদীকে নিয়ে তার যাত্রা হল শুরু। নাটকটির স্ক্রিপ্ট থেকে শুরু করে নির্দেশনা মঞ্চ ভাবনা আলোক পরিকল্পনা সবই সুমনার নিজের ভাবনার প্রকাশ।

দ্রৌপদীকে নিয়ে একক অভিনয় অনেকেই হয়তো এর আগে অনেকেই করেছে, কিন্তু সুমনার উপস্থাপনা–আঙ্গীক এবং মঞ্চায়ন বিশেষত্বের দাবি রাখে।

দ্রৌপদী অর্জুনকেই ভালোবেসেছিল, কারণ অর্জুনই তাকে লক্ষ্যভেদ করে জয় করেছিল এবং দ্রৌপদী অর্জুনকেই পতিরূপে চেয়েছিল। সে কারণেই দ্রৌপদী কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ কর্ণ ছিলেন অর্জুনের সমকক্ষ যোদ্ধা। দ্রৌপদীর মনে কিছুটা শঙ্কা অবশ্যই ছিল যে কর্ণ হয়তো লক্ষ্যভেদ করে দিতে পারে, এবং তাই এই প্রত্যাখ্যান। এই প্রত্যাখ্যানে ছিল না কোনো অবজ্ঞা বা কোনো ঘৃণা, তার থেকে অনেক বেশি ছিল অর্জুনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। কিন্তু তবুও তাকে বাধ্য করা হয়েছিল পাঁচজনের অঙ্কশায়িনী হতে। মাতা কুন্তীর এক বালখিল্য আচরণে। কিন্তু মাতা কুন্তীকে সেভাবে দোষী করা যায় না, কারণ মাতা কুন্তী দ্রৌপদীকে দেখে ওই আদেশ দেননি। তোরা যা পেয়েছিস পাঁচ ভাই মিলে ভাগ করে নে। ধর্মপুত্র সেদিন নীরব ছিলেন, একবারও বলেন নি মাতাশ্রী একবার বাইরে এসে দেখুন এ কোন ভাগের বস্তুই নয়। দ্রৌপদী আশা করেছিলেন যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই এর তীব্র প্রতিবাদ করবেন। কারণ তিনি তো ধর্মপুত্র। কিন্তু ধর্মপুত্র নীরব থাকাই উচিত মনে করেছিলেন। দ্রৌপদীর মনে হয়েছিল ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও মনে মনে তাকে চেয়েছিলেন, তাই এই নীরবতা। ফলে যা হবার তাই হল। দ্রৌপদীকে একরকম বাধ্য করা হল, এই অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গেই স্বামী–স্ত্রী'র সম্পর্ক স্থাপন করেই জীবন নির্বাহ করতে। একটি নারীর পক্ষে এটা যে কত অমানবিক ও মানবাধিকার বিরোধী সেদিন কেউ সেটার কোনো দাম দেয়নি, এমনকী অর্জুনও নয়। এটা দ্রৌপদীকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছিল। তার এই অন্তর্বেদনা একটা ক্ষোভে রূপান্তরিত হয়েছিল যা কোনোভাবেই মেটানোর কোনো উপায় ছিল না। ক্ষোভে জ্বালা যন্ত্রণায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ হতে হতে কতটা রক্তাক্ত হয়েছিলেন এই পাঞ্চালী কেউ তার খবর রাখে নি। তার ক্ষতস্থানে কোনো প্রলেপও দেয়নি। দ্রৌপদীকে আরও কষ্ট দিয়েছিল সমাজে নারীর মান সম্মান এবং অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে। বারবার ভেবেও কোনো কূল কিনারা পাননি যে কুন্তীমাতা শুধুই একজন মা'একজন নারী নয়? এই জ্বালা যন্ত্রণা বুকে নিয়েই দ্রৌপদীকে সংসার করতে হয়েছিল। এই মর্মযন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে চাই একটা ভালো স্ক্রিপ্ট, যা নাটকের প্রাণ। অসামান্য দক্ষতায় সুমনা নাটকটা নির্মাণ করেছে, সেইসঙ্গে দ্রৌপদীর জ্বালা যন্ত্রণা ক্ষোভ বিক্ষোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে সুমনার অনবদ্য অভিনয়ে। অভিনয় দেখে দর্শকের মনে হতেই পারে ক্ষণিকের তরে হলেও সুমনা নিজেকে দ্রৌপদীর জায়গায় বসাতে পেরেছে, এবং সেজন্যই ওর অভিনয় এতটা প্রাণ পেয়েছে। অভিনয়ে–অভিব্যক্তিতে হতাশা তাড়িত লাঞ্ছনায় মাঝে মাঝে মাটিতে মিশে যেতে হয়েছে লজ্জা, ঘৃণা ও ক্ষোভে। চরিত্রের মধ্যে একেবারে মিশে না গেলে এই অভিনয় আসে না। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সুমনার অভিনয় ও চরিত্র নিরূপণে যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছেন। তবে বলতে কোনো দ্বিধা নেই এই সাধুবাদ ওর প্রাপ্যই ছিল। আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুশি হয়েছি সব কিছু এই নাটকে একার হাতে নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। ভবিষ্যতে এই নাটক সর্বভারতের দর্শকের জন্য হিন্দিতে করার পরিকল্পনা নিয়েছে সুমনা। বর্তমানে তার প্রস্তুতি চলছে। সুমনার এই পরিকল্পনা সফল হলে সমগ্র নাট্য সমাজ উপকৃত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুমনার এই প্রয়াস সফল হয়েউঠুক এই কামনা করছি। ওর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক।

## লোক হাসানো ছবি 'ও লাভলী'

**শঙ্কর ঘোষ :** যে হরনাথ চক্রবর্তী আমাদের নবাব, শ্বশুর বাড়ি জিন্দাবাদ, সাথী, প্রতিবাদের মতো ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দিয়েছেন, তাঁর হাতে ও লাভলী ছবিটি তৈরি হল: বিশ্বাসের বাইরে। অথচ কমেডি ছবি তো এর আগেও হরনাথ আমাদের উপহার দিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, গ্যাঁড়াকল ছবিগুলি তার প্রমাণ। শুধু বাণিজ্যিক মশলাদার ছবিই নয়, সাহিত্য নির্ভর ছবিও তাঁর হাতে পেয়েছি। দায়দায়িত্ব, নাটের গুরু, ধারাস্নান অন্য মাপেই তৈরি হয়েছিল। সেই হরনাথ ও লাভলি ছবিটি হাসির মোড়কে তৈরি করতে চেয়েছিলেন ।কিন্তু সবদিক দিয়ে সেই ছবি লোক হাসানো ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর মূল কারণ অত্যন্ত সাদামাঠা গল্প। তস্য সাদামাঠা তার চিত্রনাট্য। গুণী চিত্রনাট্যকার পদ্মনাভ দাশগুপ্ত এই ছবির সংলাপ ও চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন। এমন চিত্রনাট্য নিয়ে ছবির সাফল্য পাওয়া নিতান্তই ভাগ্যের ব্যাপার। নায়িকা তার বাবা–মায়ের দত্তক সন্তান, নায়িকার আরেক যমজ বোন আছে, এসব সিরিয়ালের বস্তা পচা আইটেম। ছবির ক্ষেত্রে এসব দুঃসহ মনে হয়। এমন নড়বড়ে চিত্রনাট্যে শিল্পীরাই বা কি করবেন! রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীদের ছবির পর্দায় আনা হরনাথের পুরানো ফর্মুলা। বামফ্রন্ট আমলের দমকল মন্ত্রী প্রতিম চট্টোপাধ্যায়কে একাধিক ছবিতে হরনাথ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে এনেছিলেন। তাতে দর্শক উপচে পড়েছে এমনটা নয়। এই ছবিতে হরনাথ নিয়ে এলেন মদন মিত্রকে। ডাকসাইটে বলিয়ে কইয়ে নেতা। প্রেসের সামনে বা রাজনৈতিক মঞ্চে তিনি যেভাবে কথাবার্তা বলেন, সেই দাপট ছবির মধ্যে পাওয়াই গেল না। একটা বড় বন্দুক নিয়ে ঘোরাঘুরি আর থেকে থেকে ও লাভলী সংলাপ বলা চরিত্রটি আসর জমাতে পারলোই না। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে প্রায় নতুন নতুন মুখ এনে সুবিধে হয়নি। বাণিজ্যিক ছবিতে দর্শকেরা পার্শ্ব চরিত্রগুলিতেও চেনাজানা মুখ দেখতে অভ্যস্ত। এমন দুর্বল চিত্রনাট্যের জন্য নবাগত নায়ক বা নায়িকা রাজনন্দিনী পাল দর্শক মন ছুঁতেই পারলেন না। এই ছবির প্লাস পয়েন্ট নায়কের বাবা–মায়ের চরিত্রে খরাজ মুখোপাধ্যায় ও লাবনী সরকারের অভিনয়। অভিনয় গুনে তাঁদের অংশ জমজমাট। গান সহ অন্যান্য বিভাগের কথা অধিক না বলাই বাঞ্ছনীয়। দর্শক রুচি বুঝে, এখনকার দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে টেনে আনার জন্য যে কসরত দরকার সেটিকে নতুনভাবে আবার আয়ত্ত করতে হবে পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীকে।

## ভদ্রেশ্বরে ঝুলন উৎসব

**মলয় সুর :** ভদ্রেশ্বর সিসি রোডে গৃহকর্তী কমলালয় দাস পরিবারে আয়োজনে শুরু হয়েছে ৫৪ ব ছরের ঝুলন উৎসব। বাড়ির মেজো ছেলে মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, '১৯৬৮ সালে জ্যোতির্ময় দাস ছোটো বয়সে বাড়িতে ঝুলন শুরু করেন। তাদের বাড়িতে উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবন থেকে স্বর্গীয় পিতা বলহরিদাস অষ্টধাতুর রাধাগোবিন্দ মূর্তি নিয়ে এসে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় বাড়িতে প্রচুর আবালবৃদ্ধবনিতা এবং ছোটো শিসুদের পদার্পণ ঘটে। পরিবারের সকলেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে ৫দিন বেসে থাকে। এই ঝুলন উপলক্ষ্যে ভদ্রেশ্বর 'আন্তরিক' সংস্থা ঝুলন পরিক্রমা করে একটি স্মারক উপহার তুলে দেন। সংস্থার প্রধান অনির্বান বটব্যাল একজন সমাজসেবী তাঁর বিভিন্ন কাজকর্ম রয়েছে। দাস পরিবারের প্রত্যেক স্ত্রীরা সুজাতা, শিউলি, সহেলি ও দেবাশিসরা একনিষ্টভাবে অতিথিসেবা পরায়ণে যুক্ত থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রসাদ বিতরণের সঙ্গে থাকছে আরতি, কীর্তন, উলুধ্বনি ও ভক্তিমূলক গানের আসর।

## ইকো সংস্থার জন্মদিনের অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ইস্ট কলকাতা কালচারাল অর্গানাইজেশন (সংক্ষিপ্ত নাম ইকো) গত ২৪ আগস্ট ১৮ বছর বয়সে পা দিয়েছে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সন্ধে সাড়ে ছটায় গান্ধী সেবা সঙ্ঘের মানিক্য মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে। শুরুতেই ছিল ই–কয়ার এর সভ্যাদের সম্মিলিত গানের অনুষ্ঠান। সভ্য সভ্যারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন। উপস্থাপনায় সবাই ছিলেন প্রাণবন্ত। চুমকি সুলতা মুখার্জি, সুস্মিতা গাঙ্গুলী, রঞ্জিতা মুখার্জি, অজন্তা কুন্ডু, দীপায়ন সাহা শোনালেন গান। গোপা গাঙ্গুলী, শান্তা নন্দী নৃত্য পরিবেশন করলেন। আবৃত্তি করলেন লোপামুদ্রা সরকার। ড. অমিতাভ ভট্টাচার্য রচিত শ্রুতি নাটক পরচুলাতে অংশগ্রহণ করলেন কাশীনাথ কোলে, সোমা লস্কর, নমিতা সাহা, উৎপল ঘোষ। প্রারম্ভিক বক্তব্য রেখেছিলেন সম্পাদক নির্মল শিকদার। এই

অনুষ্ঠানের সম্মানিত করা হয় প্রখ্যাত অভিনেতা অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষকে। পেশাদারী থিয়েটারে উইংসের আড়ালে যেসব মজার মজার ঘটনা ঘটতো, সেগুলোকে তিনি তুলে ধরলেন এবং শোনালেন গান। তিন ঘন্টা ব্যাপী এই সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন সংস্থার প্রধান ধনঞ্জয় আঢ্য। সঞ্চালনার দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে সামলেছেন মধুমিতা বসাক।

## কলকাতা দূরদর্শনের শতবার্ষিক স্মরণ অসিত সেনকে নিয়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শ্রেয়সী ঘোষ : বাংলা ও হিন্দি ছবির জনপ্রিয় পরিচালক অসিত সেনের জন্মশতবর্ষ চলছে। তাঁর চলচ্চিত্র জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে কলকাতা দূরদর্শনের সাহিত্য সংস্কৃতি র অনুষ্ঠানে সম্প্রতি রেকর্ডিং করা হয়ে গেল একটি আলোচনা চক্রের, যার শিরোনাম স্বর্ণযুগের বরেণ্য পরিচালক অসিত সেন । সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন প্রখ্যাত অভিনেতা অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটির প্রাক্তন অধ্যক্ষ, চলচ্চিত্র গবেষক ডঃ সন্দীপ দাঁ এবং অসিত সেনের পুত্র পার্থ সেন। বহু জানা–অজানা ঘটনায় ভরপুর হয়ে উঠল এই অনুষ্ঠানটি। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের কোন এক রবিবার সাহিত্য সংস্কৃতি তে অসিত সেনের শত বর্ষ অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত করা হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, অসিত সেন যখন জীবিত ছিলেন এবং কলকাতা দূরদর্শনে ক্লোজআপ অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ড. শঙ্কর ঘোষ।

## শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষকতা প্রসঙ্গে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার সন্ধ্যায় শ্রী অরবিন্দের ১৫১ তম জন্মোৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসেসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ–শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে শিক্ষক শ্রী অরবিন্দ প্রসঙ্গে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৭ সালে গুজরাটের বারোদা কলেজে শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানে তিনি ২বছর ছাত্রছাত্রীদের পড়ান। এরপর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। প্রসঙ্গত, ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলায় শ্রীঅরবিন্দকে ইংরেজরা কারাগারে বন্দি করেন। সেইসময় বন্দি অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার দর্শন লাভ করেন। এরপর ১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক ধর্মে প্রবেশ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে চলে যান। এদিন একটি স্মারকগ্রন্থ সমার্পণ প্রকাশিত হয়।

১৫জন মেধাবি পড়ুয়াকে ৪ হাজার টাকা করে শ্রীঅরবিন্দ ছাত্র স্কলারশিপ দেওয়া হয়। এদিন ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন পণ্ডিত শান্তনু ভট্টাচার্য, দুর্গা ভট্টাচার্য ও মিত্রা ভট্টাচার্য। এছাড়া কেয়া নিয়োগী ভক্তিগান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অরিন্দম সিংহ রায়, কর্ণধার সঞ্জয় ভট্টাচার্য (কাপ্টুদা), সুকুমার কুণ্ডু, শ্রীঅরবিন্দ মহিলা পাঠচক্রের সদস্যা সরস্বতী ভৌমিক, অরুণ গোস্বামী প্রমুখ।

## বিএসএফ সীমান্ত এলাকায় অস্ত্র প্রদর্শনী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আন্তর্জাতিক সীমান্ত পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার যুবকদের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী সম্পর্কে সচেতনতা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী সময়ে সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।

এই প্রসঙ্গে, ২৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীন মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন ১১৭ ব্যাটালিয়নের সীমা চৌকি বামানাবাদে একটি অস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। অস্ত্র প্রদর্শনীতে স্কুলের শিশুদের ডিউটিতে ব্যবহৃত বিশেষ যন্ত্রপাতি সম্পর্কেও অবহিত করা হয়।

প্রদর্শনীতে সীমান্ত এলাকার বামনাবাদ এ সি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষক ও ৫৬৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

শ্রী এ কে আর্য, ডিআইজি, মুখপাত্র, বিএসএফ, সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার বলেছেন যে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী ছাত্রদের ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগদানের জন্য, সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম পরিচালনা করে যেমন শারীরিক প্রশিক্ষণ, তথ্য নিয়োগ প্রক্রিয়া, লিখিত পরীক্ষার জন্য ক্লাস আয়োজন, কম্পিউটার জ্ঞান, অস্ত্র সম্পর্কে তথ্য ইত্যাদি।

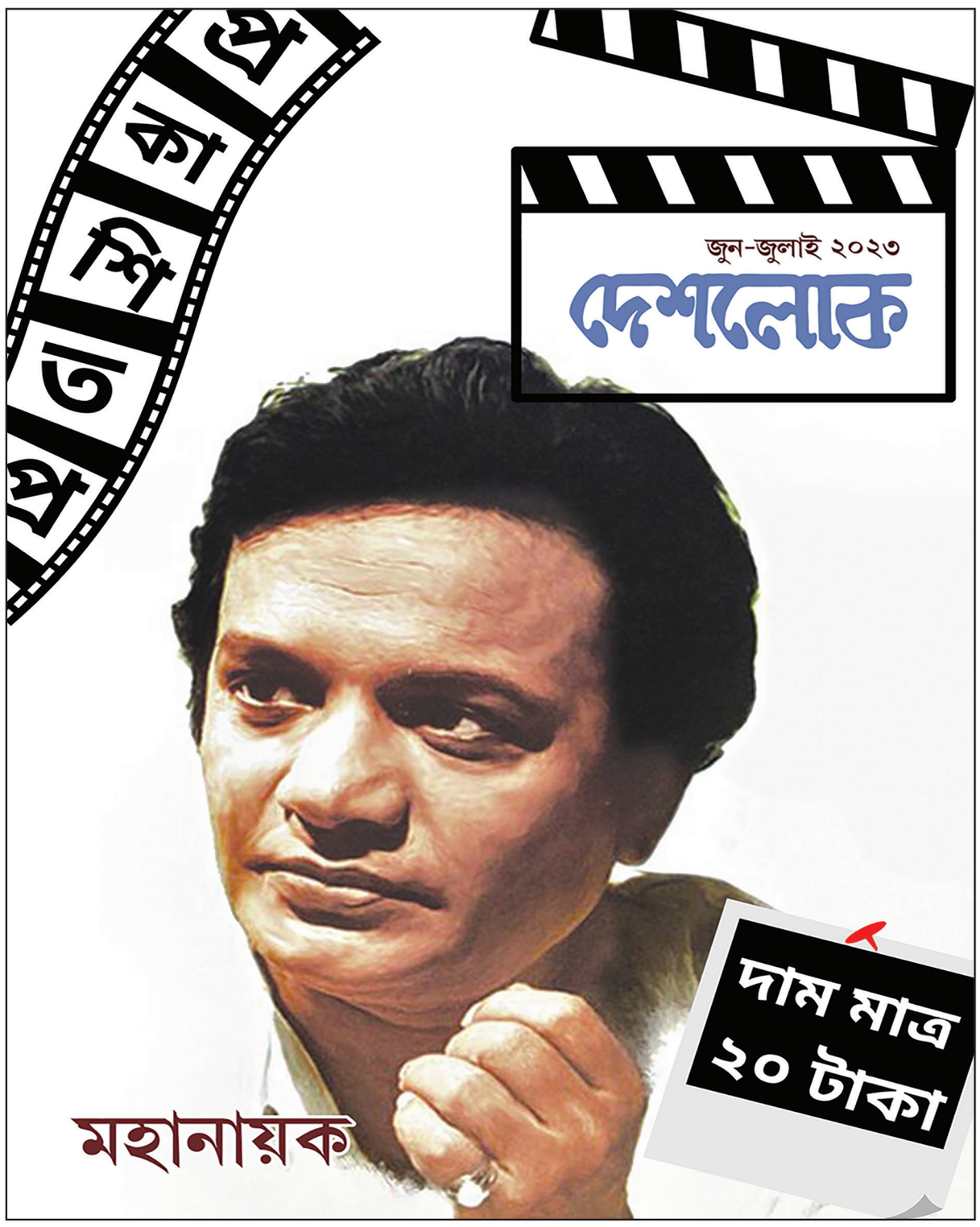


## কবিতার জন্য

এ সময়ের কবিতা সৃজনে আরও উৎসাহ ও প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে আলিপুর বার্তা বিশেষ পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী–র পাতায় নিয়মিত এক গুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে, এতে অংশ নিচ্ছেন কলকাতা ও সন্নিহিত দুই চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও অন্যান্য জেলার নবীন–প্রবীণ কবিরা।

কবিতা চর্চার এই প্রয়াস–কে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রতি মাসের নির্দ্দিষ্ট দিনে নিয়মিত কবিতা পাঠের আসর বসবে। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম রবিবারের সন্ধ্যায় এই আসর বসবে। কবিতার চর্চার আগ্রহী সকলেই স্বাগত। মাসিক এই কবিতা পাঠের আসর পর্যায়ক্রমে কলকাতা, সন্নিহিত জেলার স্থানে স্থানে আয়োজিত হবে। পরবর্তী মাসের সভা কোথায়, কবে বসছে তা আলিপুর বার্তার পাতায় জানিয়ে দেওয়া হবে।

আপনার স্বরচিত ও অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে এই আসরে চলে আসুন। আপনার পরিচিতির বৃত্ত হোক বৃহত্তর। এই পর্বের প্রথম অনুষ্ঠান–টি আয়োজিত হবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সন্ধ্যা ৫–৩০ মিনিটে । আলিপুর বার্তা–র কলকাতা অফিসের (চেতলা হাট রোডে) কাছে হিন্দ সংঘের ক্লাব ঘরে বসছে এই আসর। আগ্রহীরা সরাসরি ফোন করে নিন – সুকুমার মণ্ডল (9903835611), প্রিয়ম গুহ (8777727652)

সকল কবি বন্ধুদের আরো জানানো হচ্ছে যে, আগামী নভেম্বরে (২০২৩) জীবনানন্দ সভাঘরে এ সময়ের বিশিষ্ট কবিদের উপস্থিতিতে কবিতা উৎসবের প্রয়াস চলছে। মাসিক সভায় অংশগ্রহণকারীদের থেকে উল্লেখযোগ্যদের ওই বিশেষ কবিতা উৎসবে সুযোগ দেওয়া হবে ।

বিভাগীয় সম্পাদক, মাঙ্গলিকী
আলিপুর বার্তা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনাস্থিত বিবেক নিকেতনে, বিকাল ৩ টায় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলিপুর
২৫.০৮.২০২৩

প্রণব গুহ
সাধারণ সম্পাদক

**আলোচ্য বিষয়**

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। আগামী তিন বছরের কার্যকরী কমিটি গঠন।
৫। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৬। বিবিধ।

## আঁতস কাঁচে

### সোনার ছেলে

আবার ইতিহাস। বিশ্বমঞ্চে আরও একটি সোনা নীরজ চোপড়ার। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জিতলেন ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এই প্রথম সোনা কোনো ভারতীয় অ্যাথলিটের। এর আগে ২০০৩ সালে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন অঞ্জু ববি জর্জ। গতবছর রুপো পেয়েছিলেন নীরজ। এবার নিজেকেই ছাপিয়ে গেলেন। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ, ডায়মন্ড লিগের পর এবার বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক। ভারতের গর্ব ২৫ বছরের জ্যাভলিন থ্রোয়ার। ফাইনালে ৮৮.১৭ মিটার তাঁর সেরা থ্রো।

### গর্বের লড়াই

বুদাপেস্টে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজ ফাইনালে ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সের সুবাদে প্যারিস অলিম্পিক্সের টিকিট পেয়ে গেলেন ভারতীয় দৌড়বিদ। যিনি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে একাদশ স্থানে শেষ করেন। অন্যদিকে, পুরুষদের ৪x৪০০ মিটার রিলে বিভাগের ফাইনালে পঞ্চম স্থানে শেষ করেছে ভারতীয় দল। হিটের মতো ফাইনালে পারফরম্যান্স করতে না পারলেও বিশ্বের মঞ্চ থেকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের পদক পাওয়ার আশা দেখিয়ে যান আনাস, জেকব, ভারিয়াথোডি, রমেশরা।

### কলকাতাতেই মহড়া

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে সবেমাত্র শেষ হয়েছে ফিডে আয়োজিত দাবা বিশ্বকাপের আসর। সেই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিলেন ভারতীয় নবীন তারকা রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। ফাইনালে নরওয়ের কিংবদন্তি ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরেও হারতে হয় তাঁকে। সেই সব কিছুকে এখন পিছনে ফেলে দিয়ে তাঁর লক্ষ্য এশিয়ান গেমস। আসন্ন হাংঝাউ এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি। আর সেই লক্ষ্যেই কলকাতাতে এলেন তিনি। কলকাতাতে প্রস্তুতি সারছেন প্রজ্ঞানন্দ। তবে তিনি একা নন তাঁর সঙ্গে কলকাতাতে প্রস্তুতি শিবিরে এসেছেন গ্রান্ডমাস্টার ভিডিট গুজরাঠি, অর্জুন এরিগেসি, আর গুকেশ, অভিজ্ঞ পেন্টালা হরিকৃষ্ণ।

### চাপের খেলা

আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর এশিয়ান গেমসের যাত্রা শুরু করবে ভারতীয় ফুটবল দল। প্রথম ম্যাচেই ভারত নামবে চিনের বিরুদ্ধে। কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক ফুটবলারকে পাচ্ছেন না ইগর স্টিমাচ। কারণ সেই মুহূর্তে এএফসি কাপ এবং এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ চলবে। ফলে এশিয়ান গেমসের জন্য ফুটবলার ছাড়তে পারবে না ক্লাবগুলি। যার মধ্যে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের দুই ফুটবলার রয়েছে। যারা এশিয়ান গেমসের প্রথম ম্যাচ খেলতে পারবে না।

### বাগান ৪ নম্বরে

কলকাতা লিগে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের থেকে চার পয়েন্টে এগিয়ে গেল কালীঘাট মিলন সংঘ। তবে মোহনবাগানের থেকে তিনটি ম্যাচ বেশি খেলেছেন সইফ আলি মল্লিকরা। ফলে পরবর্তীতে কালীঘাটকে টপকে যাওয়ার সুযোগ পাবে মোহনবাগান। আপাতত অবশ্য এ' গ্রুপে চার নম্বর জায়গায় থাকতে হচ্ছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে। তিনে আছে কালীঘাট। দুইয়ে আছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। শীর্ষে আছে ডায়মন্ড হারবার এফসি।

# প্রতিকূলতা কাটিয়ে ফিরছে মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহ্যবাহী দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা

## ভাগীরথীতে এসে মিলবে বিশ্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভাগীরথীতে মিলবে বিশ্ব। বহরমপুর থেকে জঙ্গিপুরের ৮১ কিলোমিটার জলপথ দাপাবে স্পেন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা আর অবশ্যই ভারতও। এশিয়াডের ভরা বাজারে খোদ এই রাজ্যই সাক্ষী হতে চলেছে বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতার। কোভিডের কারণে গত ৩ বছর বন্ধ ছিল। সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে আবার স্বমহিমায় ফিরছে মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহ্যবাহী দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা। সুইমিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ইতিমধ্যেই এই ইভেন্টকে জাতীয় ইভেন্টের স্বীকৃতি দিয়েছে। সাঁতারের প্রকৃতি ও ধরণ দেখে তারাই এটাকে ন্যাশনাল ওপেন ওয়াটার সুইমিং কম্পিটিশন'-এর মর্যাদা দিয়েছে। ইংলিশ চ্যানেল পার করা চার জলকন্যা রেশমী শর্মা, সায়নী দাস, তাহরিনা নাসরিন ও অমৃতা দাশ অতীতে এই ইভেন্টে অংশ নিয়ে স্থান অধিকার করেছেন। স্বাধীনতার আগে থেকেই ভাগীরথীতে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে শুরু পথচলা। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ভাগীরথীতে নামার অপেক্ষায় দেশি-বিদেশির সাঁতারুরা। মুর্শিদাবাদের কাঁসা-পিতল, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ির মতোই এই জেলার দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতাও ঐতিহ্যের। অতীতে এই প্রতিযোগিতায় নেমেই ইংলিশ চ্যানেলের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বুলা চৌধুরী, সায়নী দাসরা। ভারত স্বাধীন হওয়ার দুই বছর আগে এই জেলায় গঙ্গাবক্ষে শুরু হয়েছিল ৮১ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা। সেই ট্র্যাডিশন এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা। বিশ্বে ইংলিশ চ্যানেল,পক প্রণালীর মতো বড় বড় একাধিক সাঁতারের ব্যক্তিগত ইভেন্ট আছে ঠিকই কিন্তু মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের ৮১ কিলোমিটারের মতো সাঁতার প্রতিযোগিতা কোথাও হয় বলে জানা যায়নি। এবছর ৮১ কিলোমিটার সাঁতারে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ২৪ জন। তার মধ্যে মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা চার। এই বিভাগে মালয়েশিয়ার ৩, স্পেনের ২, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ডের এক জন করে সাঁতারু অংশ নিচ্ছেন। বাংলা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাঁতারুরাও অংশ নিচ্ছেন। ৩ সেপ্টেম্বর ভোরে জঙ্গিপুরের আহিরন ঘাট থেকে শুরু হবে ৮১ কিলোমিটার সাঁতার। শেষ হবে বহরমপুরের গোরাবাজারের কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটে। একই দিনে জিয়াগঞ্জ ঘাট থেকে ১৯ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা হবে। জিয়াগঞ্জ থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে গোরাবাজার কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটে। এই ১৯ কিলোমিটার প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে মোট ৩১ জন সাঁতারু অংশ নিচ্ছেন। মহিলা বিভাগে আছেন ১৬ জন সাঁতারু। সোমবার কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই প্রতিযোগিতার বিষয়ে আলোকপাত করেন মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব দেবেন্দ্রনাথ দাস। তিনি বলেন, কোভিডের কারণে গত তিন বছর আমরা এই ঐতিহ্যবাহী সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারিনি। আমরা এবার নতুন করে ফের শুরু করছি। বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু সাঁতারু ৮১ কিলোমিটারে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সবাইকে আমরা নিতে পারিনি। এবছর আমরা প্রতিযোগীদের জন্য বিশেষ ভাবে মেডিকেল ব্যবস্থার উপর বেশি করে জোর দিয়েছি। আশাকরছি সুষ্ঠুভাবেই প্রতিযোগিতা শেষ করতে পারব।' এদিন, সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাঁতার সংস্থার সভাপতি রামানুজ মুখার্জি, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সচিব স্বপন ব্যানার্জি ও জহর দাস। ৮১ ও ১৯ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতার বাজেট হল ২৫ লক্ষ টাকা।

# ক্লাব বনাম দেশ যুদ্ধে ক্ষুব্ধ জাতীয় দলের কোচ স্টিমাচ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সামনেই এশিয়ান গেমস, ওয়ার্ল্ড কাপের কোয়ালিফায়ার এবং এশিয়ান কাপ। একের পর এক মেগা টুর্নামেন্ট রয়েছে। অথচ তার আগে জাতীয় দলের শিবিরের জন্য ফুটবলার ছাড়তে অনিচ্ছুক অধিকাংশ আইএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজিই। এমন পরিস্থিতিতে সুনীল ছেত্রীদের কোচ ইগর স্টিম্যাচ এবার বোমা ফাটালেনষ পরিষ্কার বলে দিলেন, কারও পা চাটতে ভারতে আসিনি, সত্যি বলতে ভয় পাই না।'এক সাক্ষাকারে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার প্রাক্তন ডিফেন্ডার এবং বর্তমান ভারতের ফুটবল টিমের কোচ। তিনি বলেছেন, কারও পা চাটতে ভারতে আসিনি। সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না। আমার ভাষা প্রযাগের জন্য মার্জনা করবেন। তবে আমি সত্যি ভারতে কারও পা চাটতে আসিনি। যদি ভারত আমার সাহায্য চায়, তাহলে সত্যি বলতে আমি দ্বিধাবোধ করব না। ওরা এই সমস্যা কাটানোর উদ্যোগ নিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারে। অথবা আমাকে বলতে পারে, আমরা কোনও পরিবর্তন করতে পারব না, তুমি বাড়ি যাও। আমি আনন্দের সাথে বাড়ি ফিরে যাব এবং আমরা বন্ধুই থাকব।'

তিনি আরও যোগ করেছেন, ভারতে বিশ্বের সেরা মস্তিষ্করা রয়েছে। এখন আমাকে বলা হচ্ছে, ক্যালেন্ডারে সামান্য রদবদল ঘটিয়ে জাতীয় দলের জন্য প্রযোজনীয় সময় নিশ্চিত করতে ব্যর্থ। নাকি অন্য কিছু স্বার্থ আছে? এটা বলতে আমার কোনও সমস্যা নেই, কারণ এটাই সত্যি। যে আমাকে ভুল প্রমাণ করতে চায়, আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্ক করতে পারে এবং বলতে পারে মূল সমস্যা কী?' ভারতীয় দলের জন্য প্লেয়ার ছাড়া নিয়েই চলছে বিতর্ক। এই নিয়ে শীর্ষ-স্তরের ক্লাব এবং জাতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে প্রবল বিবাদের মাঝেই স্টিম্যাচের মন্তব্য চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আগামী সপ্তাহ থেকেই ভারতের জাতীয় দলের ঠাঁসা ক্রীড়াসূচি। থাইল্যাণ্ডে কিংস কাপে খেলতে হবে জাতীয় দলকে। তার পর এশিয়ার অনূর্ধ্ব-২৩ কোয়ালিফায়ার খেলতে হবে চিনে। এছাড়াও ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়ান গেমস খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। অক্টোবরে মালয়েশিয়ার মেরডেকা কাপ, ২০২৬ বিশ্বকাপ এবং এশিয়ান গেমসের যুগ্ম কোয়ালিফায়ার ম্যাচও খেলবে ভারত। কিন্তু তার আগে এত বাধা যে, আর চুপ করে থাকতে পারেননি স্টিম্যাচ। ভারতের যুব দলের প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে অর্ধেকের বেশি প্লেয়ার এখন শিবিরে যোগ দেননি। যুব দলের কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা জানিয়েছেন, ২৫ জনের ক্যাম্পে মাত্র ১২ জন যোগ দিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল, কেরালা ব্লাস্টার্স, মুম্বই সিটি, জামশেদপুর এফসি, ওড়িশা এফসি, পঞ্জাব এফসি এখনও ফুটবলারদের পাঠায়নি। এমনিতেই ক্লাবের আপত্তিতে এক দফায় ক্যাম্প পিছিয়ে গিয়েছে। তার পরে এখনও সেই পরিস্থিতির সুরাহা হয়নি। এদিকে ক্লাবগুলির যুক্তি, ফিফা ক্যালেন্ডারে বাইরে জাতীয় দলের ক্যাম্প আয়োজিত হচ্ছে। তাই তারা খেলোয়াড়দের ছাড়তে বাধ্য নয়। স্টিম্যাচ এই মুহূর্তে ক্রোয়েশিয়ায় আছেন। এবং ২ সেপ্টেম্বর কিংস কাপের জন্য থাইল্যান্ডে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তবে তিনি আশঙ্কা করছেন যে, এশিয়ান গেমস এবং পরে এশিয়ান কাপের জন্য একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হবে।

স্টিম্যাচ বলেছেন, বড় সমস্যার মুখে পড়তে চলেছি আমরা। কাউকে দোষারোপ করছি না। তবে ফেডারেশনে এর জন্য আমরা দায়ী নই। করোনা অতিমারীর জন্য এশিয়ান গেমস এবং এশিয়ান কাপ স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। এখন কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই হঠাৎ ক্যালেন্ডারের মাঝামাঝি এই টুর্নামেন্ট ফেলা হয়েছে। তাই অধিকাংশ দেশেই কোচ, ক্লাবের সঙ্গে এই সমস্যা রয়ে গিয়েছে। তবে আমার ধারণা, অধিকাংশ দেশেই ক্লাব, জাতীয় দল নিয়ে একটা সমাধানসূত্র বের করা গিয়েছে। আর আমরা এখনও বলে চলেছি, এটা করতে পারব না।'

# দু'দিনের জমজমাট ফুটবল ম্যাচে নজর কাড়ল কাটোয়া

**দেবাশিস রায় :** তিন ডজন বিদেশি খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে দু'দিনের জমজমাট ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠে পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী শহর কাটোয়া। এলাকার একতা সমাজবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব প্রতি বছর এই আকর্ষণীয় নকআউট ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করে থাকে।

কাটোয়া কলেজ ময়দানে আয়োজিত এবারের ফুটবল ম্যাচ শুরু হয় ২৬ আগস্ট। সূচনাতেই বৃষ্টিস্নাত কর্দমাক্ত ময়দান দাপিয়ে খেলতে হয় সকলকেই। তবে, প্রতিকূল পরিস্থিতি হলেও হাজার পাঁচেক ক্রীড়ামোদী দর্শকের হর্ষোচ্ছ্বাস দেখে সেদিন দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশের ফুটবল প্লেয়াররা। দু'দিন ধরে এরাজ্যের পাশাপাশি বিদেশি খেলোয়াড়দের নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেখে অত্যন্ত খুশি দর্শকরা।

ম্যাচের উদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর কুমার সাহা। কাটোয়া মহকুমার অন্যতম আকর্ষণীয় এই ফুটবল খেলায় কলকাতা, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে মোট ১৬টি টিম অংশগ্রহণ করেছিল। ২৭ আগস্ট বিকেলে চূড়ান্ত পর্বের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় কাটোয়ার আদর্শপল্লি অ্যাথলেটিক ক্লাব। তারা টাইব্রেকারে শহরেরই নিমতলা হাসপাতাল পাড়া একাদশকে পরাজিত করে। খেলায় বিজয়ী দলকে নগদ ৭০ হাজার টাকা এবং ট্রফি সহ পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে বিজিত দল পেয়েছে নগদ ৫০ হাজার টাকা সহ একটি ট্রফি। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথির রূপে উপস্থিত ছিলেন পুরচেয়ারম্যান সমীর কুমার সাহা, কাটোয়া থানার আই সি তীর্থেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী অমরচাঁদ কুণ্ডু প্রমুখ। একতা সমাজবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবের সহ সম্পাদক ত্রিদিবেশ ভক্ত বলেন, এবারে আমাদের এই নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার নবম বর্ষ পূর্ণ হল। ক্লাবের সদস্যদের পাশাপাশি ক্রীড়ামোদী অসংখ্য মানুষের সহযোগিতায় প্রতিবারের মতো এবারও এই প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সকলের কাছে আমাদের একটাই আবেদন, মাঠকে ভালোবাসুন ফুটবলকে ভালোবাসুন।

## লাল হলুদ সমর্থকদের জন্য ট্রফি

# ট্রফি জিততে চান জর্ডন এলসি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পারথ গ্লোরি থেকে কলকাতার ইস্টবেঙ্গলে আসার পর থেকেই সমর্থকদের মনে ছাপ ফেলেছেন এই ডিফেন্ডার। ২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার তো যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে রক্ষণ সামলাচ্ছেনই, তার ওপর চলতি ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে গোকুলাম কেরালা এফসি-র বিরুদ্ধে প্রথম মিনিটে দুর্দান্ত এক গোল করে সমর্থকদের মনও জয় করে নিয়েছেন। সমর্থকেরা যেভাবে দলের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং প্রতি ম্যাচে তাঁদের জন্য গলা ফাটাচ্ছেন, তা দেখে মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ এলসি। ক্লাবের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, আমি এখানে এসে সময়টা খুব উপভোগ করছি। এখানে আসার আগে আমি সমর্থকদের সম্পর্কে অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছিলাম। ওরা কতটা ফুটবলপাগল ও আবেগপ্রবণ, সবই শুনেছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি, ঠিক কতটা পাগল ওরা। কিন্তু এখানে এসে ডার্বিতে বুঝতে পারি, সত্যিই কতটা তীব্র আবেগ রয়েছে ওদের মধ্যে'। দলের খেলায় ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়ার ছাপ স্পষ্ট। এলসিও সে কথা জানিয়ে বলেন, দলের সবার সঙ্গে আমার খুব ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একটা নতুন দলে যোগ দিয়ে সেখানকার খেলোয়াড়দের মানসিকতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। কিন্তু আমার সঙ্গে নুঙ্গার (লাল চুঙনুঙ্গা) একটা অদ্ভুত ভাল বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও'। মাঠের মতো মাঠের বাইরেও খেলোয়াড়দের মধ্যে ভাল সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন এলসি। তিনি বলেন, মাঝে মাঝে মাঠের বাইরের সম্পর্কও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যখন আমরা একই হোটেলে থাকি, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করি। এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা খুবই ভাল'। অ্যাডিলেড থেকে উঠে আসা ২৯ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার ২০১৫-১৬ মরসুমে অ্যাডিলেড ইউনাইটেডের হয়ে এ লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব ও প্রিমিয়ারশিপ খেতাব জেতেন। এ ছাড়া ওই ক্লাবের হয়েই ২০১৮ ও ২০১৯-এ অস্ট্রেলিয়া কাপও জেতেন তিনিই। অ্যাডিলেডের ক্লাবের ২০১৩ থেকে ২০২১ পর্যন্ত খেলেন তিনি। তার পরে নিউক্যাসল জেটসে সই করেন। নিউক্যাসলের ক্লাবে দুই মরশুমে ৩৫টি ম্যাচ খেলার পরে এ বছর জানুয়ারিতে পারথ্ গ্লোরিতে যোগ দেন এলসি।

# দুর্গাপুর যাওয়ার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত সাদার্ন সমিতির কোচ-কর্তারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়ল কলকাতার সাদার্ন সমিতির কোচ ও অফিসিয়ালদের গাড়ি। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্ধমানের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গেছে, কলকাতা ফুটবল প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের খেলায় দুর্গাপুরে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার পথে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে হুগলির গুড়াপের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কোচ অফিসিয়ালদের গাড়ি। দুর্গাপুর স্টেডিয়ামে এই প্রথম কলকাতা ফুটবল প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের খেলা ছিল সাদার্ন সমিতি ও পাঠচক্রের মধ্যে। সেই ম্যাচের জন্য একই গাড়িতে রওনা দেন কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সাদার্নের দুই কর্তা সৌরভ পাল ও প্রণব মুখোপাধ্যায়। এরপরই বর্ধমানের গুড়াপের কাছে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গাড়ির বাঁদিকের সামনের চাকা ফেটে প্রথমে গাড়িটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে, তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেলারে গিয়ে ধাক্কা মারে। গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। ভেঙে যায় গাড়ির সামনের কাচ। গাড়ির চালকের পাশের সিটে বসেছিলেন সাদার্নের সহ-সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। পিছনের আসনে ছিলেন রঞ্জন ভট্টাচার্য ও সৌরভ পাল। পিছনের সিটে থাকা রঞ্জন ভট্টাচার্য ও সৌরভ পালের তুলনায় বেশি আঘাত পান প্রণব মুখোপাধ্যায়। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ক্লাবের সহ সভাপতি প্রণব মুখার্জি। তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। রঞ্জন ভট্টাচার্য ও সৌরভ পালকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মাথায় সেলাই পড়ে। চোট লেগেছে হাতে ও বুকে। তবে আগে থেকেই দল পৌঁছে গিয়েছিল দুর্গাপুরে। এবার কলকাতা লিগকে ছড়িয়ে দিতেই নানা জায়গায় খেলার ব্যবস্থা করা হয়। এই সাদার্ন সমিতিই এবার মোহনবাগানকে হারিয়ে দিয়ে লিগে অঘটন ঘটায়। যদিও তারা পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারেনি। খেলায় পাঠচক্র ৪-১ গোলে হারিয়ে দেয় সাদার্ন সমিতিকে। সাদার্ন সমিতি ১২ ম্যাচ খেলে ৪ জয় পেয়েছে। পয়েন্ট ১৫। এরমধ্যে হেরেছে ৫ ম্যাচে, ড্র করেছে ৩ ম্যাচে।

# উত্তপাড়ার ছোট্ট ঘরে থেকেই কমনওয়েলথে সোনা জয়ের স্বপ্ন অনিলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দশ ফুট বাই দশ ফুট! এটুকুই স্বাধীনতা স্বপ্ন দেখার। আসলে, নিশ্চিন্তে শোওয়ার ঠিকানা। সেই বাড়ি থেকে কমনওয়েলথ স্পোর্টসে সোনা জেতার স্বপ্ন দেখছেন উত্তরপাড়ার অনিল সাউ। দেশের কোথাও বিপর্যয় হলেই ডাক পড়ে বিপর্যয় মোকাবিলা দলের। সে হরপা বানই হোক বা পাহাড়ে ধসের কারণে রাস্তায় আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার। কিংবা ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করা। আর এ সবের জন্যেই চাই প্রকৃত ট্রেনিং। আর সেই ট্রেনিং করতে করতেই উত্তরপাড়ার অনিলের সামনে একটা দরজা খুলে যায়। দেশের হয়ে কমনওয়েলথ স্পোর্টসে অংশ গ্রহণের সুযোগ। পুনেতে অনুষ্ঠিত লাইভ সেভিং চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে কানাডা যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছেন অনিল। সারা ভারতে থেকে মাত্র ১২ জন এই প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছেন। তার মধ্যে বাংলা থেকে মাত্র দু'জন। অনিল ছাড়া কলকাতার আরও একজন রয়েছেন। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর কানাডায় হবে সেই লাইফ সেভিং সুইমিং' প্রতিযোগিতা। আর্থিক দিক থেকে খুবই দরিদ্র পরিবারের অনিল। বিদেশে যাওয়া তাঁর কাছে শুধুই স্বপ্ন। সেটাই বাস্তব হতে চলেছে এক মহান উদ্যোগে। অনিলের কোচ কৌস্তভ বাগচি বলেন, ও মানুষের জীবন বাঁচায়। এটা একটা মহান কাজ। ও যখন সাঁতারে এল, মোটিভেট করি। ওর যেটা প্যাশন সেই ইভেন্টে নামার কথা বলি। বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় ২৬৫ জনের মধ্যে সিলেক্ট হয়। ২৫ জনকে নিয়ে জাতীয় শিবির হয়। সেখান থেকে প্রথম ১২ জনে সুযোগ পেয়েছে। এটা একটা বড় ব্যাপার। অবশ্যই ওর আর্থিক সমস্যা আছে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি অনিলের পাশে থাকার।' অনিলের দাদা সুনীল সামান্য মাইনের চাকরি করেন। ভাইকে কমনওয়েলথ স্পোর্টসে পাঠাতে মরিয়া চেষ্টা করছেন। সুনীল বলেন, ভাই সুযোগ পেয়েছে কানাডা যাবার। অনিশ্চয়তা কাটেনি। রোজ সকাল-সন্ধ্যা ছুটে বেড়াচ্ছে স্পনসর জোগারের জন্য।' ভাইকে কানাডা পাঠাতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ! কোথা থেকে আসবে এত টাকা? কে দেবে? উত্তর জানা নেই তাঁদের। সুযোগ এসেছে, কাজে লাগাতে চান অনিল। এই প্রতিযোগিতায় সোনার পদক জয়ই লক্ষ্য। চলছে কঠোর অনুশীলন। অনিল বলেন, ২০২১-২২ থেকে লাইফ সেভিং সুইমিং করি। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়েছি। ২০২৩ সালে ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় চারটি সোনা জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এবার যে সুযোগ পেয়েছি সেটা কাজে লাগাতে চাই। দেশের জন্য একটা সোনার পদক জিততে চাই।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com